664. Habibullah Sikder
Post Box No. 6, Narayanganj.

Reg. No. DA.—142

পাক্ষিক আহ্‌মদী

পুর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র

১৫ই এবং ৩০শে নভেম্বর '৫৬ : ২৯শে কার্ত্তিক ও ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা

প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।
২। চাঁদা, সাহায্য (বা কাগজ পাওয়ার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে) ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।
৩। 'আহ্‌মদী' 'বৎসর' মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।
৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,
৪ নং বক্সীবাজার রোড, ঢাকা

নব পর্য্যায়—১০ম বর্ষ. | Fortnightly Ahmadi, November, 15 & 30, 1956. | ১৩শ ও ১৪শ সংখ্যা

জুমার খোৎবা

'হে মোমেনগণ! যদি তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি ধর্ম্মীয় সংঘ হইতে পৃথক হইয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহতায়লা উহার পরিবর্ত্তে একটি জাতি আনিয়া দিবেন।' (সুরা মায়েদা)

—হজরত খলিফাতুল্-মসিহ্ সানী (আইয়েদাহুল্লাহুতা'লা বেনাস্‌রেহিল্-আজীজ)

১২।১০।৫৬ ইং

[এই খোৎবা দ্রুত লিখন বিভাগের আপন দায়িত্বে প্রকাশিত হইতেছে!] —ইন্‌চার্জ্জ, দ্রুত লিখন বিভাগ

অনুবাদ : এ, কে, এম, মুহিবুল্লাহ।

তাশাহ্‌হুদ, তায়াওউজ এবং সুরা ফাতেহা পাঠ করিবার পর হজরত আমিরুল মোমেনীন বলেন :—

প্রত্যেক সংঘই আপন সদস্যদের জন্য কতকগুলি সুযোগ সুবিধা রাখিয়াছে। যদি কোন সংঘ ধর্ম্মীয় হইয়া থাকে, তবে যাহারা সেই সংঘ হইতে পৃথক হইয়া যায় তাহারা সেই সব সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয় যাহা উক্ত সংঘের প্রচার এবং উন্নতির জন্য নির্দ্ধারিত আছে। যদি উক্ত সংঘের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ নিষ্ঠাবান হয়, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা উহাদের স্থলাভিষিক্ত জুটাইয়া দেন! আল্লাহতায়ালা কোরআন করীমে বলিতেছেন :—

> "হে মোমেনগণ! যদি তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান হইতে পৃথক হইয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা তাহার পরিবর্ত্তে এমন এক জাতিকে নিয়া আসিবেন যাহারা মোমেনগণের প্রতি বিনম্র হইবে এবং বিরুদ্ধবাদীগণের প্রতি কঠোর হইবে।"

উক্ত আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলিয়া দিয়াছেন যে, ধর্ম্মীয় নেজাম বা সংঘ হইতে কেহ বাহির হইয়া গেলে তাহার পরিবর্ত্তে তিনি মোমেনগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান যুগের এক শ্রেণীর আলেম, মুরতাদ বা ধর্ম্মীয় নেজাম হইতে পৃথক হইয়া যাওয়ার বিষয়টিকে ভয়াবহ করিয়া ফেলিয়াছে এবং ইহা আজ সম্পূর্ণ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

এরতেদাদের অর্থ :

ভ্রম বশতঃ এক শ্রেণীর জালেম মনে করে যে, কোন ব্যক্তি এক নেজাম বা সংঘ হইতে অন্য নেজামে চলিয়া গেলে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে। খোদাতায়ালা এরূপ কখনও বলেন নাই। বরং তিনি বলিয়াছেন, সত্য সত্যই যদি তোমরা মোমেন হও এবং তোমাদের নেজাম বা সংঘ হইতে কেহ চলিয়া যায় তাহা হইলে তোমরা তাহাকে কিছুই করিও না। বরং (তদবস্থায়) আমার এই কর্ত্তব্য রহিয়াছে যে, এক একজনের পরিবর্ত্তে এক একটি জাতি আনিয়া তোমাদের জমাত বৃদ্ধি করিয়া দিব। যাহারা খোদাতায়ালার সহিত বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবেন তিনি তাহাদিগকে ভালবাসিবেন। কিন্তু এক শ্রেণীর জালেম মনে করেন উহাকে হত্যা করিতে হইবে। এরূপ করিলে ইসলামের কি লাভ হইবে? ইসলামের লাভ ত সেখানেই যেখানে খোদাতায়ালা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাফেরদের মধ্য হইতে এক দল আনিয়া মুছলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেন।

বড় বিরাট পার্থক্য :

আল্লাহতায়ালা ত বলিতেছেন যে, এক ব্যক্তি ইছলাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে উহার পরিবর্ত্তে তিনি এক দলকে ইছলাম ধর্ম্মে নিয়া আসিবেন, কিন্তু এ যুগের আলেমগণ বলিতেছেন, না সে ব্যক্তি হত্যা করা আমাদের কর্ত্তব্য, খোদাতায়ালার কোন কর্ত্তব্য নাই। আলেমদের কথা ও কোরআনের বর্ণনার মধ্যে কত বিরাট পার্থক্য। কোরআন বর্ণনা করিতেছে ধর্ম্মীয় নেজাম বা সংঘের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যদি বাস্তবিকই মোমেন হন এবং কোন ব্যক্তি প্রকৃতই সে সংঘ হইতে বাহির হইয়া যায় তাহা হইলে উহার পরিবর্ত্তে আল্লাহতায়ালা নূতন এক দলকে সে সংঘে নিয়া আসিবেন।

ভাবিবার বিষয় :

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আহমদীগণ ইছলামী নেজাম পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহাদিগকে হত্যা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ভাবিবার বিষয় এই যে, প্রকৃতই যদি আহমদীগণ ইছলাম পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং গয়র আহমদীগণ বাস্তবিকই মোমেন হইয়া থাকে তাহা হইলে, কোরআনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাঁচ লক্ষ আহমদীর পরিবর্ত্তে, কমপক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ লোক হিন্দু বা খৃষ্টান হইতে ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গয়র আহমদীগণের সহিত মিলিত হইত। কিন্তু তদ্রূপ হয় নাই, ইহাতে বুঝা যায় যে, আহমদীগণ মুরতাদ বা ইছলামী নেজাম পরিত্যাগ করেন নাই এবং গয়র আহমদীগণও প্রকৃত মোমেন নহে বা খোদাতায়ালা স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। (নাউজুবিল্লাহ) যদি দশজনেরও একটি দল স্বীকৃত হয় তাহা হইলেও পাঁচ লক্ষ আহমদীর পরিবর্ত্তে পঞ্চাশ লক্ষ মুছলিমের ইছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া উচিত ছিল। যদি পাঁচ লক্ষ আহমদীর পরিবর্ত্তে বিভিন্ন ধর্ম্ম হইতে পঞ্চাশ লক্ষ লোক ইসলামে প্রবেশ করিত তাহা হইলে মুছলমানদের কত বড় উপকার হইত। এমতাবস্থায় পাঁচ লক্ষ লোক আহমদী হওয়ার দরুণ তাহাদের কিঞ্চিৎমাত্রও ক্ষতি হইত না, বরং লাভই লাভ হইত।

ইহাই সেই সুসংবাদ :

ইহাই সেই সুসংবাদ যাহা উপরোক্ত আয়াতে মুছলমানদিগকে দেওয়া হইয়াছে এবং উহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করা হইয়াছে। এখানে 'কওম' এই শব্দটি ব্যাপক—একশতেরও একটি দল হইতে পারে। এ হিসাবে কোরআনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাঁচ লক্ষ আহমদীর পরিবর্ত্তে বিভিন্ন জাতি হইতে পাঁচ কোটি লোক গয়র আহমদীগণের সহিত মিলিত হওয়া উচিত ছিল। ইহাতে ত গয়র আহমদীগণ খুবই লাভবান হইত কারণ দরিদ্র পাঁচ লক্ষ আহমদী তাহাদের মধ্য হইতে পৃথক হইয়া যাওয়ার দরুণ কোনই ক্ষতি হইত না। যাহা হউক আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন প্রকৃতই যদি কেহ ইছলামী সংঘ হইতে চলিয়া যায় তাহা হইলে তিনি উহার পরিবর্ত্তে একটি দল বা জাতি যদি খৃষ্টানদের মধ্য হইতে বা হিন্দুদের মধ্য হইতে আনিতেন তাহাও দরিদ্র আহমদীদের চেয়ে উত্তম হইত কেননা এই

উভয় জাতিই আহমদীগণের চেয়ে অধিক অর্থশালী ও শক্তিশালী। যদি এক একজন আহমদীর পরিবর্ত্তে দশজন করিয়াও হিন্দু হইতে মুছলমান হইত তাহা হইলে পঞ্চাশ লক্ষ লোক ইছলামে প্রবেশ করিত। এখন আপনারা ভাবিয়া দেখুন মুছলমানগণ উহার দরুণ কত শক্তিশালী হইত। যদি ইউরোপ বা আমেরিকা হইতে এই পরিমাণ লোক মুছলমান হইত তাহা হইলে আহমদীগণ তাহাদের সংঘ পরিত্যাগ করাতে তাহারা এতটুকুও অন্যায় মনে করিত না যতটুকু অন্যায় একটি মশা মরিলে মনে করিত। একটি মশা মারিয়া মানুষ যতটুকু সন্তুষ্ট হয় একজন আহমদী হইলে ততটুকু সন্তুষ্ট হইত। কেননা এদিকে একজন আহমদী হইত অপর দিকে তারবার্ত্তা আসিত—আমেরিকায়, ইউরোপে দশজন মুছলমান হইয়াছে। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, হয়ত এই শ্রেণীর আলেমগণের আহমদীদিগকে মুরতাদ বলা মিথ্যা ও ভুল; নয় ত নাউজুবিল্লাহ কোরআনের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইতেছে না।

কোরআনের পরিস্কার উক্তি:

কোরআনের পরিস্কার উক্তি এই যে, প্রত্যেক ধর্ম্ম পরিত্যাগকারীর পরিবর্ত্তে আমরা এক জাতি বা দলকে আনিয়া মুছলমানদের সাহায্য করিব। আল্লাহতায়ালার চেয়ে অঙ্গীকারে আর কে সত্য হইতে পারে? আলেমগণের কথানুযায়ী যদি খোদাতায়ালা ধর্ম্ম পরিত্যাগকারীদিগকে হত্যা করার নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন তাহা হইলে এই নির্দ্দেশ পালনে আফগান বাদশা ব্যতীত অন্য কেহই সমর্থ হন নাই এবং আল্লাহতায়ালাও স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে সমর্থ হন নাই (নাউজুবিল্লাহ)। কেননা কোন জাতিই ত মুছলমান হয় নাই। যেন আল্লাহতায়ালা যাহা মুছলমানদের কর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপণ করিয়াছিলেন তাহাও পূর্ণ করেন নাই এবং যাহা নিজের জন্য নির্ণয় করিয়াছিলেন তাহাও পূর্ণ করেন নাই। যদি তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতেন তাহা হইলে এক একজন আহমদীর পরিবর্ত্তে দশ দশজন করিয়া মুছলমান হইত, কেননা কোরআন করীম হইতে বুঝা যায় যে, একজন মুছলমান দশজন অমুছলমানের চেয়ে প্রবল (সুরা আনফাল, রুকু ৯) এই হিসাবে দশজনের দল মানিয়া লওয়া যায়! বরং ইছলামী যুদ্ধে দেখা গিয়াছে যে, এক একজন মুছলমান সহস্র খৃষ্টানের চেয়ে প্রবল ছিলেন। এই হিসাবে পাঁচ লক্ষ আহমদীর পরিবর্ত্তে পঞ্চাশ কোটি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ইছলাম ধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিত। যদি এইরূপ বিরাট সংখ্যক লোক মুছলমান হইত তাহা হইলে মুছলমানদের পোয়া বার হইত এবং মুছলমানদের সংখ্যা একেবারে দ্বিগুণ হইত এবং খৃষ্টানদের সংখ্যা কম হইয়া যাইত। বরং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী পঞ্চাশ কোটি হইতেও বেশী মুছলমান হইত।

ঐতিহাসিক প্রমাণ:

ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, দুই দুই হাজার মুছলিম সৈন্য লক্ষ লক্ষ শত্রু সৈন্যের মোকাবেলায় করিয়াছেন এবং বিজয়ী হইয়াছেন। একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এই যে, একবার রোমান সৈন্যের সংখ্যা ৬০০০০ ষাট হাজার ছিল উহাদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য মাত্র ৩০ ত্রিশজন মুছলিম সেনা বহির্গত হইলেন এবং উহাদিগকে পরাজিত করিলেন। উক্ত মুছলিম সেনাদলে ইক্‌রামা ও খালেদ বিন অলিদ ছিলেন। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে প্রকৃতপক্ষে রোমান সৈন্য সংখ্যা বার লক্ষ ছিল যাহার সমর্থনে খৃষ্টান ঐতিহাসিকগণও লিখিয়াছেন। কিন্তু অগ্রবর্ত্তী সেনাদলের সংখ্যা ষাট হাজার ছিল। যাহারা অগ্রগামী ইছলামী সৈন্য দলের পথ রুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছিল উক্ত সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতির সহিত রোমান সম্রাট এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে যদি তাহারা মুসলিম সেনাদলের উপর জয়ী হইতে পারে তবে তিনি তাহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিবেন ও তাহাকে রাজ্যের অর্দ্ধেক দান করিবেন। ইহা কত বড় অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ত্রিশজন মুছলিম সৈন্য ইহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তাঁহারা শত্রু মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেনাপতিকে নিহত করিলেন ইহা দেখিয়া শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। কোন কোন সময় এক একজন মুছলমান দুই দুই হাজার শত্রু-সৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছেন এবং উহাদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। এই হিসাবে পাঁচ হাজারকে দুই হাজার দ্বারা পূরণ দিলে এক অর্ব্বুদ হয়। এখন মুসলমানদের যত সংখ্যা ইহার সহিত এক অর্ব্বুদ যোগ দিলে মুছলমানদের সংখ্যা তিন গুণ বৃদ্ধি পাইত। সাধারণভাবে বলা হয় মুছলমানগণের সংখ্যা ষাট কোটি; কিন্তু খৃষ্টান ঐতিহাসকদের মতে চাল্লিশ কোটি যদিও ভৌগলিক হিসাবে ইহা ঠিক নহে।

মুসলমানদের সংখ্যা:

মুসলমানদের সংখ্যা পঞ্চাশ কোটি ধরিয়া লইলে পাঁচ লক্ষ আহ্‌মদীর পরিবর্ত্তে আরও এক অর্ব্বুদ লোক ইছলামে প্রবেশ লাভ করিলে বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে তিন গুণ বৃদ্ধি পাইত। অর্থাৎ এক অর্ব্বুদ পঞ্চাশ কোটি হইত।

এখন হয় আপনারা বলুন যে নাউজুবিল্লাহ কোরআনের বাণী সত্য নহে, নচেৎ যাহারা আহমদীদিগকে মোরতাদ বা ইছলামী নেজাম পরিত্যাগকারী এবং নিজদিগকে খাটি মুসলমান বলিয়া অভিহিত করে তাহারা মিথ্যাবাদী। নতুবা ইহার কি কারণ হইতে পারে যে, ধর্ম্ম পরিত্যাগকারীর পরিবর্ত্তে সত্য মোছলমানদিগকে আল্লাহতায়ালা কোরআনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোন সাহায্য করিলেন না। যাহা কিছু মুছলমান হইয়াছে তথাকথিত সত্য মুছলমানদের প্রচেষ্টায় হয় নাই বরং যাহাদিগকে ইহারা মোরতাদ বলিতেছে, উহাদের প্রচেষ্টায়ই হইয়াছে। যদি মৌলবীদের কথানুযায়ী আহমদীদিগকে নিহত করা হইত তাহা হইলে এ অল্প সংখ্যক লোকও ইছলামে প্রবেশ করিত না।

আল্লাহতায়ালার প্রতিশ্রুতি:

যাহা হউক আল্লাহতায়ালা অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, যদি কেহ ধর্ম্মীয় সংঘ হইতে বহির্গত হয় তাহা হইলে তিনি উহার পরিবর্ত্তে এক দলকে ঐ সংঘে নিয়া আসিবেন। যদি মুছলমানগণ উক্ত আয়েত সম্বন্ধে চিন্তা করিত তাহা হইলে তাহারা বলিত আহমদীগণকে হত্যা করার কি প্রয়োজন, কেননা একজনের পরিবর্ত্তে আল্লাহ এক দলকে নিয়া আসিবেন।

বর্ত্তমানে আমাদের জমাতেও ফেৎনা আরম্ভ হইয়াছে সে জন্য বন্ধুদিগকে বলিতেছি যে, প্রকৃত পন্থা ইহাই যাহা আল্লাহ বলিয়াছেন। আপনারা দোয়া করুন যেন আপনারা সত্যিকারের মুছলমান হইতে পারেন তাহা হইলে জমাত পরিত্যাগকারী দুই একজনের পরিবর্ত্তে আল্লাহতায়ালা দুই হাজারকে আপনাদের সংঘে আনিয়া দিবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকজন লোক আমাদের সংঘ পরিত্যাগ করে। উহার পরিবর্ত্তে আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে অনেক লোক দান করিয়াছেন। এক হাজারেরও বেশী আমাদের জমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ইদানীং দূর প্রাচ্য হইতে সদ্য সংবাদ আসিয়াছে যে, এক বিরাট দল আহমদীয়তে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। বাস্তবিকই আল্লাহতায়ালার অঙ্গীকার সত্য এবং উহা পূর্ণ হইতে থাকিবে।

প্রয়োজন:

প্রয়োজন শুধু ইহাই যে, কোরআন করীমের শিক্ষার মর্ম্মের বিপরীত অর্থ করিতে নাই। সত্য সত্যই যদি কোন ব্যক্তি জমাত পরিত্যাগ করে তাহা হইলে দেখিতে হইবে একজনের পরিবর্ত্তে অপর এক দল লোক জমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন কি না? যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে মনে করিতে হইবে সে ব্যক্তি মোরতাদ হয় নাই। যে ব্যক্তি কোরআনের বিধানানুযায়ী মোরতাদ নহে তাহাকে তোমরা মোরতাদ বলিয়া প্রচার করিতে থাকিলে কোরআনকে ঠাট্টা করা হয়। কেননা কোরআনের অঙ্গীকারানুযায়ী তাহার স্থলে এক দল লোকের আগমন করা আবশ্যক নচেৎ তোমাদের অর্থানুযায়ী কোরআনের অঙ্গীকার মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়।

চিন্তা করিবার বিষয়:

ইহাও চিন্তা করুন যে, কোরআন কখনও ইহা বলে নাই যে, কেহ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তাহাকে হত্যা কর। বরং ইহা বলিয়াছে যে, একজন ধর্ম্ম ছাড়িলে নূতন এক দল ইছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে। মৌলবী সাহেবেরা বলেন, না, ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে তাহাকে নিহত করিতে হইবে। আমরা বলিতেছি নিহত করা ত দূরের কথা কোরআনের কোথাও তাহাকে চপেটাঘাত করিতেও বলে নাই। কোরআন শুধু এতটুকুই বলিয়াছে যে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ একজন মোরতাদের পরিবর্ত্তে এক দলকে ইছলামে নিয়া আসিবেন। ইহা সাধারণ কথা নহে।

আশ্চর্য্যের বিষয় :

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আলেমগণের মতে পাঁচ লক্ষ আহমদী ধর্ম্মহারা হইয়া গিয়াছেন, এদের পরিবর্ত্তে কোন জাতি তাহাদের দলে আসিল না, বরং একজনের পরিবর্ত্তে একজনও আসিল না। প্রকৃতপক্ষে কোরআনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পাঁচ লক্ষ আহমদীর পরিবর্ত্তে পঞ্চাশ লক্ষ লোক মুছলমান হওয়ার কথা ছিল। বরং যদি ইহার প্রতি লক্ষ্য করা যায় যে, একজন মোমেন দুই হাজার লোকের চেয়ে শক্তিশালী তাহা হইলে এই হিসাবে একজনের পরিবর্ত্তে দুই হাজার অমুছলিম ইছলামে প্রবেশ করিতেন। তাহা হইলে মুছলমানদের সংখ্যা দুই অর্ব্বুদের নিকটবর্ত্তী হইত। এমতাবস্থায় এক একজন হিন্দু বা বৌদ্ধের সামনে দুই দুইজন মুছলমানকে আনা যাইত। এইভাবে পৃথিবীর পট পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত। বরং আমি বলিব এইরূপ হইলে মৌলবীগণ আমাদের সামনে হাত যোড় করিয়া বলিত যে, আরও পাঁচ লক্ষ লোক আহমদী করুন তাহ হইলে আমরা আরও এক অর্ব্বুদ লোক পাইব। এইভাবে লোক আসিতে থাকিলে তাহারা আরও পাঁচ লক্ষ আহমদী করিবার অনুরোধ করিত। বর্ত্তমান আহমদীদের সংখ্যার তিন গুণ হইলে দুনয়ায় মুছলমান দ্বারা পরিপূর্ণ হইত। আজ পৃথিবীতে অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী দেখা যাইত না, সমস্ত ধর্ম্মই বিলোপ হইত।

মহাসুসংবাদ :

মোট কথা, উক্ত আয়াত মুছলমানদের জন্য এক মহাসুসংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, এক শ্রেণীর আলেমগণ উক্ত আয়াতকেই দুঃখের সংবাদ করিয়া ফেলিয়াছে। পরন্তু এই আয়াত মুছলমানদেয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। রসুল করীম (দঃ)এর জমানায় এরতেদাদের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, তাঁহার অহী লেখক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অল্প দিনের মধ্যেই সারা মক্কাকে আল্লাহতায়ালা মুসলমান করিয়া দিলেন। আমরাও দেখিতে পাই যদি কেহ সত্যিকারভাবে জমাত হইতে বহির্গত হয় তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা সঙ্গে সঙ্গেই এক জাতিকেই জমাতে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে থাকেন এবং আমরা বৃদ্ধিলাভ করিতে থাকি। এই সময় আমাদের জমাত হইতে যাহারা পৃথক হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা মনে করি ইহারা শত্রুতা-পূর্ব্বক জমাত পরিত্যাগ করে নাই, এই জন্য আমরা ইহাদিগকে প্রকৃত ধর্ম্মত্যাগী বলি না।

মুরতাদ্‌ স্বরূপ :

প্রকৃতপক্ষে একজন সত্য সত্যই মোরতাদ হইয়া যায় এবং আর একজন মুরতাদের ন্যায় হইয়া যায়। যদি কেহ জমাত হইতে পৃথক হইয়া যায়, তাহা হইলে সে মুরতাদের ন্যায় হইয়াছে বলিব, আর যদি সে প্রকৃতই মছিহ মওউদ (আঃ)কে মিথ্যাবাদী মনে করে, (নাউজুবিল্লাহ) তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রকৃতভাবে মুরতাদ হইয়াছে বলিব। হাঁ, যদি প্রকৃতই কেহ জমাত হইতে অসন্তুষ্ট হইয়া পৃথক হইয়া যায় তাহা হইলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, শত সহস্র লোক আমাদের জমাতে দাখেল হইবে। বরং আমরা ত দেখিতেছি যে, যাহারা মুরতাদের ন্যায় হইয়াছে, তাহাদের পরিবর্ত্তেও আল্লাহতায়ালা শত সহস্র লোক আহমদী জমাতে আনিয়াছেন।

পয়গামিদের কথা :

দৃষ্টান্ত স্বরূপ পয়গামিদের কথা বলা যাইতে পারে যে, তাহারা প্রকৃত অর্থে মুরতাদ নহে, কেননা তাহারা বলিতেছে মছিহে মওউদ (আঃ) যাহা বলিতেছেন, তাহা সবই ঠিক। এরূপদিগকে আমরা কিভাবে মুরতাদ বলিতে পারি, যাহারা মছিহে মওউদ (আঃ)কে সত্য বলিয়া মান্য করে। হাঁ, তাহারা মছিহে মওউদ (আঃ)এর নির্দ্ধারিত কোন কোন বিধান ভঙ্গ করিতে চায়, ইহার দরুণ, তাহাদিগকে মুরতাদের ন্যায় মনে করিতে পারি। কিন্তু আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন পয়গামিগণ জমাত পরিত্যাগ করিবার পর খোদাতায়ালা জমাতের সংখ্যা কত বৃদ্ধি করিয়াছেন। হজরত খলিফাতুল মছিহ আওয়ালের খেলাফতের যুগে শেষ সম্মেলনে এই পয়গামিগণও উহাতে শামিল ছিলেন। তাহারা সহ লোক সংখ্যা ছিল এগার বারশ। কিন্তু এখনকার বাৎসরিক (সালানা জলসার) সম্মেলনে ষাট সত্তর হাজার লোক আগমন করেন। বরং হিন্দুস্থানের বাৎসরিক সম্মেলনেও খলিফাতুল মছিহ আওয়ালের যুগের চেয়ে বেশী লোকের আগমন হয়। সুতরাং দেখুন, খোদাতায়ালা, জমাতের সংখ্যা কত বৃদ্ধি করিয়াছেন। উহাদের এক একজনের পরিবর্ত্তে খোদাতায়ালা বিশ পনরজন করিয়া জমাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। এখনও জমাত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা বৈচিত্র নহে অচিরেই জমাত এত বৃদ্ধি হইবে যে, বর্ত্তমান জমাত উহার তুলনায় একটি বালু-কণার তুল্য হইবে।

ইরতেদাদের মীমাংসা :

মোট কথা উক্ত আয়াত ইরতেদাদের বিষয়টি মীমাংসা করিয়া প্রকৃত মোমেন ও প্রকৃত মুরতাদের পার্থক্য রচনা করিয়া দিয়াছে। কেননা উক্ত আয়েতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যদি মুছলমানদের জমাত প্রকৃত মোমেন হন এবং তাহাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান হইতে চলিয়া যায় তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা শীঘ্রই এক নূতন দলকে মুছলমানদের জমাতে দাখেল করিবেন। যদি কোন ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইয়া কোন সঙ্ঘ হইতে চলিয়া যায় তবুও সে সঙ্ঘের মধ্যে প্রচারের জন্য উত্তেজনা না আসে, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে, সেই সঙ্ঘ বা জমাত প্রকৃতপক্ষে মোমেন নহে। কেননা একজনকে মুরতাদ দেখিয়াও তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মের জন্য আত্ম বোধ জন্মিল না। কিন্তু সাধারণভাবে মানুষ মনে করে ধর্ম্মের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া সে প্রতিষ্ঠান হইতে চলিয়া যায় নাই এই জন্য তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য উন্মাদনা আসে না। কজেই আপনারা লক্ষ্য করুন! মৌলবীগণ বলিতেছেন আহমদীগণ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ তাহাদের মধ্যে প্রচারের জন্য কোন প্রেরণা জাগে নাই। ইহা এই জন্য যে, তাহারা সত্য সত্যই আহমদীগণকে মুরতাদ বা ধর্ম্ম ভ্রষ্ট মনে করেন না বরং তাহাদিগকে পাক্কা মুছলমান মনে করেন। যদি জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস হইত যে, আহমদীগণ মুছলমান নহেন, তাহা হইলে তাহারা সকলেই প্রচারের কাজে লাগিয়া যাইত এবং আহমদীগণের চেয়ে বেশী হিন্দু ও খৃষ্টানদের মধ্য হইতে তাহারা নিজেদের দিকে আকর্ষন করিতে পারিত। কিন্তু প্রচারের জন্য উন্মাদনা না আসা পরিস্কার বলিয়া দিতেছে তাহারা আমাদিগকে মুরতাদ বা ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট মনে করেন না। তাহারা আহমদীদিগকে পাক্কা মুছলমানই মনে করেন।

একটি ঘটনা :

১৯৫৩ ইং সালের দাঙ্গায় দেখা গিয়াছে যে, মারপিট করিয়া কোন কোন দুর্ব্বল আহমদীর দ্বারা আহমদিয়াতকে মিথ্যা বলান হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি ঘটনার বিবরণ এই যে, জনৈক বৃদ্ধ আহমদীকে উত্তেজিত জনতা তৌবা করাইয়া মৌলবীকে সংবাদ দিয়াছে যে, অমুক আহমদীকে তৌবা করাইয়া মুছলমান করিয়াছি, তখন মৌলবী বলিল তোমরা বড়ই অজ্ঞ; তোমরা কিছুই করিতে পার নাই, সে সেইভাবেই আহমদী আছে যেভাবে সে পূর্ব্বে ছিল, জনতা বলিতে লাগিল, না, আমরা তাহাকে বলিলাম তৌবা কর অমনি সে তৌবা করিল, সে বলিল আহমদীরা কি তৌবা করে না? তাহারা ত দৈনিকই তৌবা করে, যদি সে তৌবা করিয়া থাকে তাহা হইলে স্বীয় ধর্ম্মানুযায়ী তৌবা করিয়াছে।

যদি তোমাদের কথা ঠিক হয় তাহা হইলে তোমরা যাইয়া তাহাকে বল, সে যদি আমার পিছনে নামাজ পড়ে তাহা হইলে বুঝিতে পারিব সে সত্যই তৌবা করিয়াছে। ইহা শুনিয়া ক্রোদ্ধ জনতা ফিরিয়া যাইয়া তাহাকে ধরিল। সে বৃদ্ধ ব্যক্তি শারীরিক দুর্ব্বল ছিলেন বটে কিন্তু ইমানের দিক দিয়া তাহাকে আল্লাহতালা বুদ্ধি ও বিবেক দিয়াছিলেন। সে জন্য তিনি জনতাকে বলিলেন আপনারা কেন আসিলেন, আমিত তৌবা করিয়াছি, তাহারা বলিলেন আমাদের মৌলবী বলিতেছেন, যদি আপনি তাহার পিছনে নামাজ পড়েন তাহা হইলে আমরা মনে করিব আপনি তৌবা করিয়াছেন। তখন বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, ইহা মিথ্যা কথা, নামাজের জন্য মির্জ্জা ছাহেবও বলিতেন, তিনি হজ করিতে বলিতেন, রোজা রাখিতে বলিতেন যাকাৎ দিতে বলিতেন, শরাব পান করিতে নিষেধ করিতেন। চুরি করিও না, মিথ্যা বলিও না, এই ভাবে সৎ কাজের আদেশ করিতেন, অন্যায় কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখিতেন। যখন তোমরা বলিলে তৌবা কর, আমি তৌবা করিলাম এবং মনে করিলাম মির্জা সাহেব যাহা করিতে বলিয়াছেন তাহা হইতে ফিরিলাম, এখন আর নামাজ পড়িব না, রোজা রাখিব না, শারাব পান করিব, পতিতার নাচ দেখিব, মিথ্যা বলিব, চুরি করিব। অন্যের দ্রব্য লুট করিব, কিন্তু তোমরা পুনরায় নামাজ পড়াইতে আসিয়াছ।

তাহা হইলে কিসের তৌবা করিলাম এসব কাজ করিতে ত মির্জা সাহেবও বলিয়াছেন। ইহা শুনিয়া উত্তেজিত জনতা ফিরিয়া গেল এবং মৌলবী সাহেবকে বিস্তৃত ঘটনা বলিল, ইহা শুনিয়া মৌলবী সাহেব বলিলেন আমি ত প্রথমেই তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, আহমদীগণ বড়ই চালাক, সে তোমাদিগকে ধোকা দিয়াছে।

প্রকৃত কথা :

প্রকৃত কথা এই যে, আহমদীগণ ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইলে খোদাতায়ালা এক একজন আহমদীর পরিবর্ত্তে এক এক জাতিকে মুছলমান করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু মানুষ মনে করে যে, আহমদী হইলে আরও পাকা মুছলমান হয়। আমি কয়েক-বার এই কথা শুনাইয়াছি যে, এতদঞ্চলে একজন দরিদ্র আহমদী আছেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই গোড়া প্রকৃতির গয়র আহমদী ছিল, যখন তিনি আহমদী হইলেন, তখন সকলেই তাহাকে খুব প্রহার করিল এবং বলিল তুমি কাফের হইয়া গিয়াছ। কিন্তু আহমদী হইবার পর তাহার মধ্যে বিরাট পরিবর্ত্তন আসিল। তাহার সত্য বলিবার অভ্যাস হইয়া গেল, এইভাবে তিনি সত্যবাদী বলিয়া লোকের মধ্যে পরিচিত হইলেন। তাহাদের অঞ্চলে খুবই চুরি হইত, তাঁহার ভাই বন্ধুগণ অনেকের পশু চুরি করিয়া আনিত, তাহারা ধরা পড়িলে অস্বীকার করিত, কিন্তু কেহই তাহাদের কথা বিশ্বাস করিত না। তাহারা বলিত, অমুক আহমদী যদি বলেন, তোমরা চুরি কর নাই তাহা হইলে তোমাদের কথা বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া মনে করিব। একবার তাহার ভাই কাহারও মহিষ চুরি করিল। ইহাতে সে অঞ্চলের লোক একত্র হইল এবং বলিল মহিষের পদ চিহ্ন তোমার এখানে পাওয়া যাইতেছে, অতএব আমাদের মহিষ দিয়া দাও। সে বলিল, খোদার সপথ, আমি মহিষ চুরি করি নাই। তাহারা সমস্বরে বলিল, তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি ধোকাবাজ, তোমার কথা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। অমুক (আহমদী যদি) বলেন, তুমি চুরি কর নাই তাহা হইলে আমরা বিশ্বাস করিব যে, তুমি চুরি কর নাই। সে বলিল, "তাহাকে কিভাবে উপস্থিত করিব, সে ত আমাদের অন্তর্গত নহে;" জনতা বলিল, "যে পর্য্যন্ত না তাহাকে এখানে উপস্থিত করাইবে, সে পর্য্যন্ত তোমার কথা বিশ্বাস করিব না। সুতরাং সে চলিয়া গেল এবং সেই আহমদীকে খুব প্রহার করিয়া বলিল, "এখন চল সাক্ষ্য দিতে হইবে।" যখন সে জনতার সামনে উপস্থিত হইল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে ইহারা চুরি করিয়াছে কি না। তিনি বলিলেন, হাঁ, চুরি করিয়াছে। ইহা শুনিয়া তাঁহার ভাইগণ প্রথমতঃ তাঁহাকে চক্ষু রাংগাইল। পরে বাড়ী আসিয়া তাহাকে প্রহার করিল এবং বলিল কেন তুমি সত্য সাক্ষ্য দিলে? তিনি বলিলেন, যখন আমি নিজের চোখে মহিষ দেখিয়াছি, তখন কিভাবে আমি অস্বীকার করিব। অবশেষে তাহার ভাইগণ বলিতে লাগিল, এত কাফের, ইহার সাক্ষ্যের কোন মূল্য নাই, তোমরা আমার কথা শুন, আমরা খোদার সপথ করিয়া বলিব যে, আমরা চুরি করি নাই। তাহারা বলিল তোমরা শত সহস্রবার সপথ করিলেও তোমাদের কথা সত্য নহে, এ ব্যক্তি কাফের হইলেও ইহার কথা বিশ্বাস যোগ্য। বস্তুতঃ সারা দুনয়া ইহা স্বীকার করে যে, ইহারা (আহমদীরা) কাফের হইলেও খুবই নেককার এবং বড়ই সত্যবাদী। প্রকৃত কথা ইহাই যে, সাধারণ মুছলমান, আমাদিগকে পাক্কা মুছলমান মনে করে। মাত্র এক শ্রেণীর মৌলবীগণ আমা-দিগকে মুছলমান মনে করে না। সাধারণের হিসাবে তাহাদের সংখ্যাই বা কত, সারা পাকিস্তানে এই শ্রেণীর মৌলবীর সংখ্যা পাঁচ ছয় শত হইবে। যাহাদের সংখ্যা আহমদীদের চেয়েও নগণ্য।

প্রচারের উন্মাদনা :

যদি সাধারণ মুছলমানগণ আমাদিগকে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট মনে করিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে প্রচারের সাড়া পড়িয়া যাইত; ইহাতে অন্য জাতি হইতে বহু সংখ্যক লোককে মুছলমান করিয়া লইত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচারের কোন সাড়াই নাই। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তাহারা আমাদিগকে পাক্কা মুছলমানই মনে করে। উহারা ইহাও বুঝিতে পারিতেছে যে, যদি আহমদীগণকে তাহাদের মতবাদ হইতে ফিরাইয়া আনা হয় তাহা হইলে ইহা ভুল হইবে। কেননা আহমদী হওয়ার দরুণ তাহাদের মধ্যে যে সব সৌন্দর্য্য আসিয়াছে তাহা আমাদের সংগে মিশিলে থাকিবে না। আমার নিকট লাহোরে জনৈক গয়র আহমদী মৌলবী সাহেব রাত্রি দশটায় হাজির হইলেন ও বলিলেন, আপনি ইহা ভাল করেন নাই, আপনি আপনার জমাতকে আমাদের পিছনে নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। যদি তাহাদিগকে আমাদের পিছনে নামাজ পড়িতে অনুমতি দেন, তাহা হইলে, মুছলমানদের মধ্যে একতা হইয়া যাইবে এবং মুছলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। আমি তাহাকে বলিলাম মৌলবী সাহেব! আপনি রাত্রি দশটায় এই জন্য আগমন করিয়াছেন যে, আমি আহমদী-গণকে আপনাদের পিছনে নামাজ পড়িতে অনুমতি দিব। দেখুন আমাদের সংখ্যা নগণ্য। এমতাবস্থায় আপনাদের সঙ্গে আমাদের যোগদান করায় আপনাদের শক্তি কতটুকুই বা বৃদ্ধি পাইবে? আমি বলিলাম আমাদের সংখ্যা নগণ্য কি না? তিনি বলিলেন, হাঁ, কিন্তু নগণ্য হইলেও আপনারা অধিক প্রচার করেন। আপনারা অন্যান্য মুছলমান-দের সংগে মিলিত হইলে মুছলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। আমি বলিলাম, যদি আমরা প্রচার করিতে থাকি এবং মুছলমানগণ পূর্ব্বাবস্থায়ই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে মুছলমানগণের কি উন্নতি হইবে? আমরা নগণ্য সংখ্যক তাহাদের দলে মিলিয়া গেলে তাহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া তবলিগের মাধ্যমে ইছলামের যেটুকু সেবা করি তাহাও বন্ধ হইয়া যাইবে। আপনি ভাবিয়া দেখুন! আমরাও উহাদের সংগে মিলিত ছিলাম, হজরত মির্জা সাহেবকে (হজরত মছিহে মওউদকে আঃ) মানার দরুণ আমাদের মধ্যে উন্মাদনা আসিয়াছে এবং আমরা প্রচার কার্য্যে লাগিয়াছি। আমরা উহাদের সংগে যোগ দিলে আমাদের এই উন্মাদনাও চলিয়া যাইবে এবং ইছলামের কোন লাভ হইবে না। ইহা শুনিয়া তিনি ভাবাবেগে বলিতে লাগিলেন আমি আমার কথা ফিরাইয়া নিলাম। আমার অনুরোধ এই যে, আপনি কখনও আপনার লোক-দিগকে আমাদের পিছনে নামাজ পড়িতে দিবেন না। কেননা তাহারা সাধারণ মুছলমানদের সংগে মিশিয়া গেলে বাস্তবিকই তাহারা নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তাহাদের প্রভাব গ্রহণ করিবে। ফলতঃ কোরআন করিম বলিতেছে, যদি মুছলমানদের মধ্য হইতে কেহ ইছলামী সঙ্ঘ পরিত্যাগ করে তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা তাহার পরিবর্ত্তে এক দল লোককে ইছলাম ধর্ম্মে নিয়া আসিবেন। এই অনুযায়ী বাস্তবিকই যদি আহমদীগণ মুরতাদ বা ধর্ম্মচ্যুত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পাঁচ লক্ষ আহমদীর পরিবর্ত্তে নন মুছলিম হইতে এক অর্ব্বুদ লোক ধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করা উচিত ছিল। বা কম পক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ নন মুছলিম প্রত্যাবর্ত্তন করা উচিত ছিল। কিন্তু পঞ্চাশ লক্ষ ত দূরের কথা পাঁচ হাজারও ত আসিল না এবং যাহারা আসিয়াছেন তাহারাও আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন অর্থাৎ হিন্দু ও খৃষ্টান যত মুছলমান হইয়াছেন আমাদের ন্যায় ধর্ম্মচ্যুতদের প্রচারের ফলেই হইয়াছেন। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন ধর্ম্ম-ভ্রষ্টদের পরিবর্ত্তে আনিয়া দিবেন, তিনি ইহা কখনও বলেন নাই যে, তাহাদের মধ্যে আনিয়া দিবেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, সেই ধর্ম্ম-ভ্রষ্টদের দ্বারাই আল্লাহ-তায়ালা অপর জাতি হইতে ইছলামের দিকে আনিতেছেন। যদি আহমদীয়া জমাত স্বীয় ইমানের প্রতি দৃঢ় থাকেন এবং আল্লাহতায়ালার সাহায্য সহায়তা তাহাদের প্রতি হয় তাহা হইলে সব সময়ই লোক ইছলামের দিকে আসিতে থাকিবেন। এমন কি সেই দিন আসিয়া উপস্থিত হইবে যে, দুনয়াতে একই খোদা হইবেন এবং এক নবী মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ ছঃ আলায়হে অছাল্লামের রেছালত ব্যতীত আর কোন রেছালত থাকিবে না এবং এক খোদা ব্যতীত অন্য কাহাকেও খোদা নামে অভিহিত করা হইবে না এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ নগণ্য হইয়া যাইবে, কিন্তু সেই দিন আগমনের জন্য আহমদীগণকে স্বীয় ইমানে পাক্কা হইতে হইবে। যতই তাহারা ইমানে পাকা হইবে ততই হিন্দু ও খৃষ্টানদের মধ্য হইতে মুছলমান হইতে থাকিবে। এখনও এদের হাতেই মুছলমান হইতেছেন। ইহার দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, ইহাদিগকে যাহারা ধর্ম্মচ্যুত বলিয়া মনে করে তাহারা ভ্রান্ত; আমরা ত মুরতাদকে নিহত করা দরকার মনে করি না বরং উহাকে একটি চপেটাঘাত করাও অন্যায় মনে করি। কিন্তু নন মুছলিমদিগকে যখন কলেমা পড়াইতে হয় তখন আমরাই কাজে লাগি। সাধারণ মুছলমানদের ভাগ্যে ইহা ঘটে না যে, তাহারা অপরকে ইছলামে দীক্ষিত করে। (৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আইয়াম্-উস্-সোলেহ্ (শান্তির যুগ)

(১৫)

মূল : হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আলায়হেস্-সালাম)
আখেরী জমানার ইমাম মাহ্‌দী ও মসিহ্ মউদ
অনুবাদ : দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম

একটি অতি বড় আক্ষেপের বিষয় হইল এই যে যেমন একজন আগুন্তক সংক্রামক ব্যধির বীজাণু বহন করিয়া অন্তেরও প্রাণ নাশের ভয় সৃষ্টি করে, তেমনি আমাদের উলামাদের অবস্থা। এক ব্যক্তি বহুবিধ হিংসা-বিদ্বেষের কারণে (সত্যের) অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণ এবং গালি-গালাজ ও উৎপীড়নে উদ্যত হয় এবং অপর ব্যক্তি চক্ষু বুজিয়া তাহার কথাবার্ত্তা শ্রবণ করে এবং তাহার বিরুদ্ধবাদিতায় প্রভাবিত হইয়া প্রথমুক্ত ব্যক্তির মতই এক বিষাক্ত জীবে পরিণত হয় এবং এই প্রকারে সংক্রামক ব্যাধির মত এই রোগ একজন হইতে অপরজনের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। এমন কি লোক ইমান ও তাকওয়া (ধর্ম্ম-ভয়) একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া বিকৃত লোকটির পশ্চাদানুসরণ করে। আর আজকাল যেমন নির্ণীত হইয়াছে যে প্লেগের বীজাণু ভূমিতে উৎপন্ন হয় এবং তারপর পায়ের তলা দিয়া মানুষের রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায়, তেমনি সত্য-বিমুখিতার যে সংক্রামক ব্যাধি আজকাল বিস্তারিত হইতেছে ইহার কারণও বীজাণু বলিয়াই বোধ হয় যাহা হিংসা, নির্বুদ্ধিতা, বিদ্বেষ অথবা অহঙ্কার প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতে পারে। খৃষ্টধর্ম্মের অমূলক বিশ্বাস সমূহ যে পরিমাণে ইসলামে অনুপ্রবেশ করিয়াছে সেই অনুপ্রবেশও বোধ হয় সেই সমস্ত কারণেই হইয়াছে যে ধর্ম্ম-ভীরুতা বর্জ্জন এবং নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞানতার আভ্যন্তরীণ বিকার এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে বাহ্যিক আনুকুল্যের কারণে বিকারগ্রস্ত মনুষ্য-প্রকৃতি এইরূপ ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও ধর্ম্ম-পদ্ধতি গ্রহণ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল। যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থাই আমরা চক্ষের সামনে দেখিতেছি সেইহেতু আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে যে সমস্ত লোক আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাকওয়া বিসর্জ্জন দিয়াছে এবং সত্যের শত্রুতা সাধন করিয়াছে, তাহাদের অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন এবং যদি তাহারা এই অসচ্চরিত্রতায় আরও উন্নতি করে এবং ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কোরাণ শরীফের প্রতি বিমুখ হয়, তবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই হইতে পারে না।

বর্ত্তমান অবস্থা বড় ভয়ের সৃষ্টি করে। কেননা বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত লোকের মধ্যে যে প্রজ্ঞার সৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল, তাহা তাহাদিগকে স্পর্শও করে নাই। এখন পর্য্যন্ত এই সমস্ত লোক এইরূপ উপযুক্তও হইল না যে পাদ্রিগণ সে সমস্ত স্থূল এবং দুরুভি সন্ধিমূলক আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকে সেইগুলিরও উত্তর দিতে পারে। অথচ পাদ্রীদের আপত্তিগুলি এইরূপ অসার যে বাহ্যতঃ চমকপ্রদ বোধ হইলেও একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে এইগুলি অতি দুর্ব্বল এবং হাস্যোদ্দীপক। এই সমস্ত লোক অর্থাৎ খৃষ্টানগণ আরবী-জ্ঞান এবং আমাদের ধর্ম্ম-পুস্তক সমূহ সম্বন্ধে অতি উদাসীন ও অজ্ঞ এবং তাহারা লজ্জাজনক কথা-বার্ত্তা পেশ করে। তথাপি এই সমস্ত মৌলবী-দের অবস্থা দর্শনে আক্ষেপ হয় যে তাহারা আমাকে তো কাফের ও মিথ্যাবাদী বলিয়া সাব্যস্ত করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের যে ধর্ম্ম-সেবা করা উচিত ছিল, না তাহারা তা করে, আর না তাহা তাহারা করিবার উপযুক্ত। পরিতাপের বিষয় এই যে আঁ-হজরত (দঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে একদিন যে দাবী সংঘটিত হওয়া অনিবার্য্য তাহার খণ্ডনে এরূপ জোর দেওয়া ধর্ম্ম ভীরুতা হইতে বহু দূরে ছিল। অথচ সেই দাবী একটি দাবীমাত্রই ছিল না; ইহার সঙ্গে ছিল কোরাণ এবং হাদিসের সাক্ষ্য; ইহার সঙ্গে ছিল আমাদের নেতা ও প্রভু (দঃ)এর উপস্থাপিত সাক্ষ্য-রাজি; ইহার সঙ্গে ছিল স্বর্গীয় লক্ষণ; ইহার সঙ্গে শতাব্দীর শীর্ষভাগও ছিল; ইহার সঙ্গে ছিল পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত লক্ষণাদির প্রকাশ। সুতরাং (আমার বিরুদ্ধাচরণে) এই ক্ষিপ্রকারিতার অবকাশ কোথায় ছিল? হে উত্তেজনা-প্রবণ অশিষ্টতা এবং বিদ্বেষ-পরায়ণতায় নিমজ্জিত ব্যক্তি-গণ! আঁ-হজরত (দঃ) স্বয়ং যে ভবিষ্যদ্বাণী অতি জোরে-শোরে করিয়া গিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ইহার সময়ও নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেই ব্যক্তিকে গ্রহণ করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, রসুলে করীম (দঃ)এর ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে ঠিক সময় মত যে দাবী করা হইয়াছিল (আর) তাহাতে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছিল, তাহা কি সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিবার বস্তু এবং অগ্রাহ্য করিবার উপযুক্ত বিষয় ছিল? আগমনকারী মোহাদ্দাস হউন, রসুল হউন বা নবী হউন, তাঁর পক্ষে আল্লার কোন গ্রন্থ বা হাদিস (বাণী)এর এরূপ অর্থ করা যাহা যে জাতির সংস্কারার্থ তিনি প্রেরিত হইয়াছেন, তাহারা করে নাই, কোন নূতন বস্তু নয়। হজরত ঈসা (আঃ)এর সময়েও এরূপ হইয়াছে। ইহুদিগণ ইলিয়াস নবীর দ্বিতীয় আগমন অর্থে প্রকৃতই সেই ইলিয়াসের দ্বিতীয় আগমন বুঝিয়াছিল কিন্তু ঈসা (আঃ) ঐ সমস্ত বচনের সেই অর্থ করেন নাই। বরং দ্বিতীয় আগমনকে তিনি রূপক বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। আমাদের নবী (দঃ)এর যুগে ইহুদিগণ তৌরাতের কোন কোন স্থলের এই অর্থ করিল যে শেষ নবী যিনি তাহা-দিগকে পরাধীনতা হইতে মুক্তি দান করিবেন, তিনি ইস্রায়েল বংশোদ্ভূত হইবেন কিন্তু আঁ-হজরত (দঃ) এই অর্থ করিলেন যে তিনি ইসমায়েল বংশোদ্ভূত। এ যুগেও তাহাই হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি অণুমাত্রও জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সে বুঝিতে পারে যে কোরাণের কোন কোন স্থল যেমন হজরত ঈসা (আঃ)এর মৃত্যুলাভ করা বা জীবিত থাকা এবং আমার এবং বিরুদ্ধবাদীদের অন্যান্য বিরোধীয় বিষয়াবলী সম্বন্ধে আমার পক্ষ হইতে কিরূপ সন্তোষ-জনক প্রমাণ সমূহ বর্ণনা করা হইয়াছে এবং কিরূপ পূর্ণভাবে ঈসা (আঃ)এর মৃত্যুর প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

যদি কোন ব্যক্তি এই আলোচনায় লিপ্ত হইতে না চায় তবে মসিহ মউদ (আঃ)এর প্রজ্ঞা অধিকতর বিশ্বাস-যোগ্য, না, তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের প্রজ্ঞা, এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তার কর্ত্তব্য। ধর, বিরুদ্ধবাদী উলামাদের অভিলাষ অনুসারে হজরত ঈসা (আঃ) আকাশ হইতেই অবতীর্ণ হইলেন এবং কোরান এবং হাদিসের কয়েক স্থলেই উলামাদের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হইল যেমন **মোজাদ্দেদে আলেফসানী সাহেব** স্ব-রচিত মাক্‌তুবাতে লিখিয়াছেন যে যুগের উলামাদের সঙ্গে মসিহ মউদের কোন কোন ব্যাপারে অবশ্য মতভেদ হইবে এবং তীব্র ঝগড়া হইবে এবং উলামাগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইবেন। এরূপ অবস্থায় আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এরূপ সময়ে কাহার বুদ্ধি সঠিক বুঝা যাইবে এবং ধর্ম্ম-ভীরুতার পন্থাই বা কি বুঝা যাইবে? মসিহ হওয়ার দাবী-কারকের বুদ্ধি, না, বিরুদ্ধবাদী উলামাদের বুদ্ধি অধিকতর পছন্দনীয় ও অগ্রগণ্য হইবে? যদি বল, উলামাদের বুদ্ধি, তবে ইহা তো সত্যের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ। আর যদি বল, মসিহ হওয়ার দাবী-কারকের বুদ্ধি, তবে কথিত সমস্ত তর্কের অবসান হইয়া যায়। সেই অবস্থায় তো তোমাদের স্বীকার করা উচিত যে মসিহ মউদ কোরাণ ও হাদিসের যে অর্থ করেন, তাহাই সঠিক।* আর তারপর যখন হাদিসে এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে এবং সেখ আহমদ সির হিন্দী মোজাদ্দেদে আলেফ সানীর মত মহা পুরুষও সাক্ষ্য দিতেছেন যে মসিহ মউদের সঙ্গে উলামাদের অবশ্যই মতভেদ হইবে এমন কি তাহারা শান্তি ভঙ্গ করিতেও উদ্যত হইবে তখন এই ঝগড়ার কথা মনে রাখিয়া এই সাক্ষ্য দেওয়া আবশ্যক যে এরূপ ঝগড়ায় মসিহ মউদই সত্য হইবেন এবং তাঁহার বুদ্ধি সনদ স্বরূপ গ্রহণের যোগ্য হইবে এবং তাঁহার মোকাবেলায় অন্যান্য লোক যাহা বুঝিয়াছে তাহা রদ্ করিবার উপযুক্ত হইবে। ইহা এক অদ্ভুত ঐক্য মত যে যখন পুরাতন (ধর্ম্ম) পুস্তকাদিতে হজরত ঈসা (আঃ)এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল, তখন তাহাতেও ইহা লিখিত হইয়াছিল যে ইহুদিগণ সেই প্রতিশ্রুত মসিহার সঙ্গে কোন কোন

---

*প্রকৃত কথা এই যে মসিহ বা নবী হওয়ার দাবীকারক আসলে সত্য হইলে তাঁহার প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি অন্যান্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হওয়া আবশ্যক। এই অবস্থায় আল্লাহর বাণীর অর্থ করায় তাঁর মধ্যে এবং অপরাপর লোকদের মধ্যে মতভেদ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অতএব এরূপ মতভেদের ভিত্তিতে সোরগোল করা (আত্ম) বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বটে।

ব্যাপারে মতভেদ পোষণ করিবে ও বিবাদ করিবে। সুতরাং এরূপই হইয়াছে। আর ইহুদিগণ বড় বিবাদ এই করিয়াছে যে দুনিয়াতে ইলিয়াস (আঃ) দ্বিতীয় বার আগমন করেন নাই অথচ লিখিত হইয়াছিল যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইলিয়াস (আঃ) দুনিয়াতে দ্বিতীয়-বার না আসিবেন, প্রতিশ্রুত মসিহা আসিবেন না। এই ব্যক্তি আবার কি করিয়া আসিল? তখন সাধু প্রকৃতি লোকেরা এই সিদ্ধান্ত করিল যে এই ব্যক্তি অর্থাৎ ঈসা (আঃ) যিনি প্রতিশ্রুত মসিহা হইবার দাবী করিতেছেন তিনি নিদর্শন দেখাইতেছেন। সুতরাং তাঁহার প্রজ্ঞা অগ্রগণ্য এবং গ্রহণ যোগ্য। আর অন্যান্য মূর্খ লোকেরা মৌলবীদের সঙ্গে একমত হইল। আর হাদিসে ছিল যে ইসলামে যে প্রতিশ্রুত মসিহ আসিবেন তাঁর সঙ্গেও উলামাগণ কোন কোন বিষয়ে বিবাদ করিবে এবং তাঁকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইবে। সুতরাং সেই বিবাদ সেই আকারেই আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি মসিহ মউদ হইবার দাবী করেন এবং নিদর্শনও প্রদর্শন করেন তাঁর সঙ্গে এইরূপ বিবাদ করা অজ্ঞতা বিশেষ। কেন না, প্রত্যেকেরই প্রথমতঃ এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে প্রতিশ্রুত মসিহর সঙ্গে বিবাদ হইবে; এবং দ্বিতীয়তঃ, সেই সময় মসিহ মউদের প্রজ্ঞা গ্রহণ-যোগ্য হইবে, অপরের নয়। কেননা, তাহা খোদার প্রেরিত পুরুষের প্রজ্ঞা বটে। হাঁ, যদি এই সন্দেহ হয় যে এই ব্যক্তি হয়তঃ প্রতিশ্রুত মসিহ নয়, তবে সত্য নবীদিগকে যেরূপ সদুদ্দেশ্যের দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাঁহাকে সেইভাবে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোরাণ ও হাদিসের ব্যাখ্যা কালে সর্ব্বাবস্থায় মসিহ মউদের কথাই গ্রহণ যোগ্য হইবে।

অবশেষে এই কথা স্মরণ থাকে যে আমার বিরুদ্ধবাদী উলামাগণ লোকদের মধ্যে যে পরিমাণ ঘৃণার সৃষ্টি করিয়া আমাকে কাফের ও অবিশ্বাসী সাব্যস্ত করিতে চায় এবং মোসলমান সাধারণকে এই প্রত্যয় দিতে চায় যে এই ব্যক্তি এবং তাহার জমাত ইসলামের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস) এবং ধর্ম্ম-নীতি হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। ইহা সেই হিংসুক মৌলবীদের এরূপ এক স্ব-কপোল কল্পিত অপবাদ যাহা হৃদয়ে তিল পরিমাণ তাকওয়া (ধর্ম্ম-ভয়) থাকিলেও কেহ গড়িতে পারে না। যে পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি রাখা হইয়াছে, তাহা আমাদের আকিদা (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)। আর যে খোদার বাণী অর্থাৎ কোরাণকে আঁকড়াইয়া ধরিবার হুকুম আছে, আমরা তাহাই করিতেছি। আর ফারুক (রাঃ)এর মত আমাদের মুখে 'হাস্‌বুনা কেতাবুল্লাহে' (আমাদের জন্য আল্লার কেতাব যথেষ্ট) আছে এবং হজরত আয়েশা (রাঃ)এর মত হাদিসে ও কোরাণে মতভেদ ও বিবাদ হইলে আমরা কোরানকে প্রাধান্য দিয়া থাকি বিশেষতঃ ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে যাহা সর্ব্ববাদী-সম্মত মতেই মনসুখ্‌ (রহিত) হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস এই যে খোদাতা'লা ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই এবং সাইয়্যেদেনা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমাদের বিশ্বাস এই যে ফেরেশতাগণ সত্যই আছে, সশরীরে পুনরুত্থান সত্য, হিসাবের দিন সত্য, জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য। আমাদের বিশ্বাস এই যে আল্লাহ মহিমাময় যাহা কিছু কোরাণে বলিয়াছেন এবং যাহা কিছু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম বলিয়াছেন তত্ত্বাবৎ উপরুক্ত উক্তি অনুসারে সত্য। আর আমাদের বিশ্বাস এই যে কেহ শরীয়তে ইসলাম (ইসলামের বিধি-বিধান)এর অণুমাত্রও হ্রাস করে অথবা বৃদ্ধি করে অথবা ফারায়েজ (অবশ্য কর্ত্তব্যাদি) বর্জন করে এবং যথেচ্ছচারিতার ভিত্তি স্থাপন করে, সে বে-ইমান এবং ইসলাম হইতে বিচ্যুত। আমি আমার জমাতকে এই উপদেশ দিতেছি যে তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এই কলেমায় বিশ্বাস রাখিবে এবং ইহাতেই মরিবে এবং কোরাণ শরীফ হইতে যে সমস্ত নবী এবং (ধর্ম্ম) পুস্তকের সত্যতা প্রমাণিত হইবে তৎসমুদায় ইমান রাখিবে এবং রোজা, নামাজ, জাকাত এবং হজ্ব এবং খোদাতা'লা ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ কর্তৃক নির্দ্ধারিত সমস্ত ফারায়েজকে ফারায়েজ জ্ঞানে এবং সমস্ত নিষেধকে নিষেধ জ্ঞানে প্রকৃত ইসলামে আমল করিবে। মোটের উপর যে সমস্ত ব্যাপারে বিশ্বাস ও কার্য্যের দিক দিয়া পূর্ব্ববর্ত্তিগণের মতৈক্য ছিল এবং যে সমস্ত ব্যাপারে আহলে সুন্নতের সর্ব্ববাদী সম্মত মতে ইসলাম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে তত্ত্বাবৎ মানা ফরজ বা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা আকাশ ও পৃথিবীকে এই বিষয়ে সাক্ষ্য করিতেছি যে ইহাই আমাদের মুজহাব (ধর্ম্ম) এবং যে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ব্যক্তি এতদ্ব্যতীত আর কোন মুজ্‌হাব আমাদের উপর আরোপ করে সে তাক্‌ওয়া (আল্লাহর ভয়) এবং সাধুতা বিসর্জ্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মন-গড়া অপবাদ দেয়। কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাদের এই অভিযোগ হইবে যে সে কখন আমাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেখিয়াছিল যে আমার এই কথা সত্বেও আমি ঐ সমস্ত কথার বিরোধী। আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনা ও আল-মুফ্‌তারীনা [সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যাক ও মন-গড়া অপবাদ আরোপকারিগণের উপর আল্লাহর অভিশাপ পড়িবে।]

স্মরণ থাকে যে আমারও এই সমস্ত লোকের মধ্যে একটি ব্যাপার ছাড়া আর কোন বিরোধ নাই অর্থাৎ এই সমস্ত লোক কোরানের স্পষ্ট উক্তি এবং হাদিস বর্জন করিয়া এই কথা বিশ্বাস করে যে হজরত ঈসা (আঃ) জীবিত আছেন এবং আমি কোরান ও হাদিসের উপরুক্ত স্পষ্ট উক্তি সমূহ এবং দিব্য-দর্শী ইমামদের ঐক্যমতের কারণে এই মত পোষণ করি যে হজরত ঈসা (আঃ) মৃত্যুলাভ করিয়াছেন; আর "মুবুল" শব্দের ঐ অর্থ করি যাহা ইতিপূর্ব্বে হজরত ইলিয়াস নবীর দ্বিতীয় আগমন ও "নাযেল" হওয়া সম্পর্কে হজরত ঈসা (আঃ) করিয়াছিলেন। তোমরা যদি না জান, তবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা কর।" এবং যাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহাকে [খোদাতা'লা] আবদ্ধ রাখেন" কোরানের এই স্পষ্ট উক্তি অনুসারে বিশ্বাস করি যে যাহারা ইহলোক হইতে চলিয়া যায়, তাহারা পুনরায় ইহলোকে বসবাস করিবার জন্য প্রত্যাবর্ত্তিত হয় না। সেই খোদাতা'লাও কোরান শরীফে তাহাদের জন্য এরূপ কোন বিধান রাখেন নাই যে দ্বিতীয় আগমন করিয়া তাহাদের বর্ত্তিত সম্পত্তি তাহারা কি করিয়া ফেরত পাইবে। আক্ষেপের বিষয় এই যে আমার বিরুদ্ধবাদিগণ এখন পর্য্যন্ত বলিতেছেন "হজরত ঈসা আকাশে জীবিত আছেন এবং যখন খৃষ্টধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবী হইতে ইসলামকে বিলুপ্ত করিবে, তখন তিনি আগমন করিবেন। তাহারা আরও বলে যে যদিও এখন পর্য্যন্ত ইসলামের খণ্ডনে কোটি কোটি পুস্তক লিখিত হইয়াছে এবং কয়েক লক্ষ মানুষ ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইয়াছে এবং কয়েক কোটি মানুষ বল্গাহীন কুভাবাপন্ন এবং অধার্ম্মিক স্বভাব-সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তথাপি এখন পর্য্যন্ত ইসলাম তো সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। সেই জন্য হজরত ঈসাও এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে আসিতে পারিলেন না। কেননা তিনি আকাশে বসিয়া এই প্রতীক্ষা করিতেছেন যে ইসলাম কখন সম্পূর্ণভাবে ধরা পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে।" কিন্তু এই মতাবলম্বীদের সর্ব্বপ্রথম অভিনিবেশ-যোগ্য বিষয় এই যে খোদা কোরানে স্পষ্ট ভাষায় হজরত ঈসার মৃত্যু প্রকাশ করিয়াছেন। দেখ, 'ফালাম্মা তাওফ্‌ফায়তানি,' এই আয়েতে হজরত ঈসার মৃত্যু সম্বন্ধে কি স্পষ্ট উক্তি রহিয়াছে। এই আয়েত শুনিবার পর যদি কেহ হজরত ঈসার মৃত্যু অস্বীকার করে তবে তাহাকে স্বীকার করিতে হয় যে খৃষ্টানগণ তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে এখনও বিশ্বস্ত রহিয়াছে। তারপর এই আয়েতে যখন মৃত্যু প্রমাণিত হইল, তখন (তিনি) আকাশ হইতে কিরূপে অবতীর্ণ হইবেন? আকাশে মৃত লোকেরা তো থাকিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

একটি সুসংবাদ!

ছাত্র ও সত্যানুসন্ধিৎসুগণের জন্য

'পাক্ষিক আহমদীর' মূল্য হ্রাস।

অগ্রিম ৪৲ টাকা স্থলে

২৲ টাকা মাত্র।

আপনি 'পাক্ষিক আহমদীর'

চাঁদা দিন, গ্রাহক দিন

অন্যকে পড়িতে দিন

সাহায্য পাঠান

তবলীগে হেদায়েত

(পূর্ব্ব প্রকশিতের পর)

মূল : হজরত মীর্জা বশীর আহ্‌মদ সাহেব
অনুবাদ : এ, এইচ, এম্‌, আলী আন্‌ওয়ার

মোসলমানদের মধ্যে যে সকল মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল, এবং হজরত মীরজা সাহেব 'হাকাম' বা বিচারকরূপে যেগুলির মীমাংসা করেন, তন্মধ্যে কতকগুলি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা গেল। যদি উম্মতের এখ্‌তেলাফ সমূহের পূর্ণ বিবরণ এবং হজরত মীরজা সাহেবের মীমাংসাবলীর সম্পূর্ণ উল্লেখ করিতে হয়, তবে এক বিরাট গ্রন্থ হইয়া পড়িবে। তজ্জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতিপয় স্থূল মতভেদ উল্লেখ করা হইল।

এস্থলে, যদি কেহ এই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, মতভেদ সম্বন্ধে ত সমস্ত ওলামাই তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, হজরত মীরজা সাহেব অধিক কি করিলেন, তবে ইহা একটি নিরর্থক সন্দেহ করা হইবে। কারণ, অভিমত প্রকাশ এক কথা, আর বিচারক ('হাকাম') হইয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা করা অন্য কথা। কোন বালকও অভিমত প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু হজরত মীরজা সাহেব যে ভাবে উম্মতের এখ্‌তেলাফ সমূহের মীমাংসা করিয়াছেন, উহাতে কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট আছে। তদ্বারা তাঁহার 'হাকাম' (প্রত্যাদিষ্ট বিচারক) হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ আলোকপাত হয়। ঐ সকল বিশেষত্ব এই :—

(১) তিনি কোন বিষয়ে কোন দলের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক কোন অভিমত দেন নাই। সর্ব্বদাই তিনি একজন সালিস, একজন বিচারক স্বরূপে মীমাংসা দিয়াছেন। এই জন্য, তাঁহার মীমাংসা সমূহ কাহারো অধিকার অপহরণের বিষ-ক্রিয়া হইতে সর্ব্বোতভাবে পবিত্র। ইহা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব। তাঁহার মীমাংসাবলী বিচার করিলে প্রত্যেকেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তিনি প্রত্যেক মীমাংসাই ন্যায়ের সহিত বিনা পক্ষাবলম্বনে প্রদান করেন।

(২) তিনি শুধু অভিমতই প্রকাশ করেন নাই, বিশুদ্ধ যুক্তি ও ধর্ম্ম পুস্তকীয় প্রমাণ, উভয় দিক হইতেই, যেন সূর্য্য আনিয়া দিয়াছেন। তিনি একজন সত্যান্বেষীর জন্য অনৈক্যর কোন পথ রাখেন নাই। যে বিষয়েই কলম ধরিয়াছেন সর্ব্বদার জন্য উহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার কোন লেখাই টলানো যায় না। এক-দর্শিতা-শূন্য ব্যক্তি মাত্রই তাঁহার লেখার অকাট্যতা স্বীকার না করিয়া পারে না। তিনি প্রত্যেক মীমাংসারই যে সূত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে অস্বীকারকারীর পলায়নের কোন সুযোগ নাই!

(৩) তিনি অলৌকিক শক্তি এবং খোদা-ই নিদর্শন সমূহের বলে তাঁহার প্রত্যেক কথার সত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অর্থাৎ শুধু ধর্ম্ম গ্রন্থীয় প্রমাণ ও বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারাই তিনি তাঁহার কথা প্রমাণিত করেন নাই, বরং অস্বীকারকারীর বিরোধীতার বিরুদ্ধে 'এলাহী তাইদ,' আল্লাহর সাহায্যের নিদর্শন প্রদর্শনের দ্বারা তাঁহার মীমাংসা-বলীর উপর খোদা-ই সমর্থনের মোহর স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং, কোথায় এই মীমাংসা আর কোথায় বেচারা মৌলবীদের বহস, তাঁহাদের সমালোচনা! পবিত্র 'স্বর্গ-জগতের' সহিত মাটির কি সম্বন্ধ! "চে নিস্‌বত খাক রা বা আলমে পাক!"

মসিহ্‌ মাওউদের দ্বিতীয় কাজ :

মসিহ মাওউদের দ্বিতীয় কাজ বহিরাক্রমণ রোধ এবং অপর ধর্ম্ম সমূহের উপর ইসলামের প্রাধান্য স্থাপন। ইসলামের তবলীগ সম্প্রসারিত করিয়া ইসলামের নামে সারা বিশ্ব জয়, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশ সমূহের জয় সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। এই কাজও যে প্রকার সর্ব্বসৌষ্ঠব উপায়ে তিনি সম্পাদন করিয়াছেন এবং যে প্রকার সুষ্ঠুরূপে উহা সম্পাদিত হইতেছে, উহা নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত। সর্ব্বপ্রথমে আমরা ঐ সকল কথা গ্রহণ করিতেছি, যাহা ইসলামের নামে চালু হইয়াছিল এবং যাহা অন্যান্য ধর্ম্ম-গুলিকে ইসলামের উপর হামলা করিবার মহাসুযোগ সরবরাহ করিতেছিল। এই সকল আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের ফলে, ইসলামের উজ্জ্বল চেহারা ময়লায় আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। হজরত মীরজা সাহেব কিরূপে তাহা পরিস্কৃত করেন, সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এখন শুধু ঐ সকল কথা বলিবার রহিয়াছে, হজরত মসিহ নাসেরী সম্বন্ধে যে সকল ধারণা মোসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ফলে দাজ্জাল এরূপ শক্তি লাভ করে যে সে ইসলামের শিবির হইতে কয়েক লক্ষ ব্যক্তিকে বাহির করিয়া লইয়া যায়। সেই কথাগুলি এই :—

(১) মসিহ নাসেরী সম্বন্ধে মোসলমানদের এই ধর্ম্ম বিশ্বাস যে, তিনি সুন্নতুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে, আল্লাহ্‌র কানুনের বিরুদ্ধে এই জড়-দেহ লইয়া আকাশে গিয়াছেন এবং মৃত্যু হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। অথচ, নবী-মুকুট মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম) মৃত্তিকা গর্ভে কবরে সমাহিত আছেন।

(২) এই বিশ্বাস যে, মসিহ নাসেরী জীব সৃষ্টি করিতে পারিতেন। তাঁহার সৃষ্ট কতিপয় পাখী আছে। অথচ, অন্য কোন মানবেরই সে শক্তি নাই।

(৩) এই বিশ্বাস যে, মসিহ নাসেরী (হজরত ঈসা) সত্য সত্যই মৃত ব্যক্তিদিগকে জেন্দা করিতেন। তিনি মৃত ব্যক্তিকে বলিতেন, উঠো, আর তাহারা কবর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিত। এই প্রকারে তিনি সহস্র সহস্র মুর্দ্দা জেন্দা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু অপর কোন নবীকে এই শক্তি দেওয়া হয় নাই।

(৪) এই বিশ্বাস যে, মসিহ নাসেরীই এই মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন যে, তিনি দাজ্জাল বধ করিবেন। সত্য সংবাদ বহনকারী নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর সকল ফেৎনা অপেক্ষা দাজ্জালের ফেৎনা বড়। হজরত ঈসা (আঃ) ব্যতীত অন্য কাহারো এই ফেৎনা দূরীভূত করিবার ক্ষমতা নাই। মোহাম্মদ রসুলুল্লাহরও ছিল না; এবং অন্য কোন নবীরও ছিল না। শুধু এই কার্য্যের দরুণই মসীহ নাসেরীকে মৃত্যু হইতে নিরাপদ রাখা হইয়াছে। সম্ভবতঃ, খোদাও তাঁহার মত অন্য কোন মোসলেহ্‌ বা ধর্ম্ম সংস্কারক সৃষ্টি করিতে অক্ষম!

(৫) এই বিশ্বাস যে মসিহ নাসেরী ব্যতীত কোন নবীই শয়তানের স্পর্শ হইতে পবিত্র নহেন। মোহাম্মদ রসুলুল্লাহও উহা হইতে পবিত্র ছিলেন না এবং কেহই না। 'নাউজুবিল্লাহ্‌'। সকলেই কোন না কোন গোণাহ করেন, করেন নাই শুধু মরিয়মের এই অত্যাশ্চর্য্য পুত্র!

হজরত মসিহ নাসেরী সম্বন্ধে মোসলমানদের মধ্যে এই পাঁচটি সাংঘাতিক ধারণা সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাদের দ্বারা খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম মহাশক্তি লাভ করে। ইহার ফলে মোসলমানগণ খৃষ্টিয়ানদের সহজ শিকারে পরিণত হইয়াছিল। খৃষ্টিয়ানেরা কয়েক লক্ষ মোসলমানকে এই ফাঁদের দ্বারাই খৃষ্টিয়ান করিয়াছিল। এক বেচারা মোসলমান এই সকল ফাঁদের কাছে সম্পূর্ণ অনন্যোপায় ছিল। একবারের ঘটনা। একজন উচ্চ পদস্থ খৃষ্টিয়ান পাদ্রী লাহোরে ওয়াজ করিতে-ছিলেন। তিনি এই সকল কথাই মোসলমানদের বিরুদ্ধে উপস্থিত করেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কোন কোন মৌলবী সাহেবানও ভয়ে জড়সড় হইতেছিলেন। খৃষ্টিয়ান পাদ্রী ঐ সকল যুক্তি সগর্জ্জনে উপস্থিত করিতেছিলেন। দৈবক্রমে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেব, যিনি কয়েক বৎসর হইল ইংলণ্ড ও আমেরিকায় আমাদের মোবাল্লেগ ছিলেন তথায় পৌছেন। তিনি পাদ্রী সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পাদ্রী সাহেব, আপনি এ সব কি বলিতেছেন? আমরা ত এ সকল কথা গ্রহণ করি না। কোরআন এবং হাদিস দ্বারা এগুলি প্রমাণিত হয় না। আমরা ত মসিহকে (আঃ) একজন নবী মাত্র মানি। তিনি তাঁহার পূর্ণ জীবন যাপনের পর মৃত্যু লাভ করিয়াছেন। অন্য কোন নবীর মধ্যে নাই, তাঁহার এমন কোন বিশেষত্ব ছিল না। তাঁহার চেয়ে বড় বড় আরো নবী হইয়াছেন।" মুফতি সাহেবের এই সকল কথার পর, পাদ্রী সাহেব বলিলেন, "মালুম হোটা হায়, টুম্‌ কাডিয়ানী হো। ওয়েল্‌, হাম্‌ টুম্‌সে বাত নাহি কারতা।" এই বলিয়া পাদ্রী সাহেব তাঁহার বক্তৃতা বন্ধ করিলেন।

দেখুন, এই বিশ্বাসগুলি কত মারাত্মক। কিন্তু হজরত মীরজা সাহেব এ সকলই ভ্রান্ত ও মিথ্যা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। তিনি কোরআন ও হাদিস হইতে সপ্রমাণ করিলেন যে, এ সকল ধারণা

(১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জুমার খোৎবা

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

একবার একজন সাধারণ মহিলা হজরত মছিহে মওউদের (আঃ) নিকট স্বীয় সন্তানকে সংগে করিয়া আনিলেন। সন্তানটি যক্ষা রোগে আক্রান্ত ছিল। সে ইহার চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করিল এবং কলেমা পড়াইয়া দিবার জন্যও অনুরোধ করিল। সে ছেলেটি পাক্কা খৃষ্টান ছিল। সে বলিল আমি মুছলমান হইব না। হজরত মছিহে মওউদ (আঃ) অনেক বুঝাইলেন, তথাপি সে মানিল না। একদা মধ্য রাত্রে উঠিয়া সে বাটালার তহসিলের দিকে ছুটিল। তথায় খৃষ্টানদের গির্জা ছিল। কতক্ষণ পরেই মায়ের চোখ খুলিলে, দেখিল যে, তাহার পুত্র নাই। তখন সে এগার মাইল ছুটিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিল। আমি তখন ছোট ছিলাম। আমার স্মরণ আছে, সে মহিলাটি আসিয়া মছিহে মওউদের পা জড়াইয়া ধরিল ও বলিল, আমি আপনার নিকট কিছুই চাই না; এই আমার একমাত্র ছেলে। আমি ইহা বলি না যে, সে না বাঁচুক যদিও আমার ইচ্ছা যে সে বাঁচুক। কিন্তু উহার যদি চিকিৎসা না হয়, তাহা হইলে আমার একান্ত ইচ্ছা যে, সে কলেমা পড়িয়া মরুক। অতএব আপনি কোন প্রকারে একে কলেমা পড়াইয়া দিন। তৎপর সে মরুক। তখন আমি মনে করিব সে বাঁচিয়া গিয়াছে। অবশেষে আল্লাহতায়ালা সে মহিলাটির এই ঐকান্তিক ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সে ছেলেটির অন্তকরণ বড়ই কঠিন ছিল। কিন্তু মরিবার দুই তিন দিন পূর্ব্বে বলিতে লাগিল এখন আমি ভালভাবেই বুঝিয়াছি যে, ইছলাম ধর্ম্ম সত্য। সুতরাং সে কলেমা পাঠ করিল। এর কয়েক দিন পরেই সে মরিয়া গেল! এখন ভাবিয়া দেখুন যে, কোন নন মুছলিমকে কলেমা পড়াইবার বেলায় লোক আমাদের কাছেই আসে। কলেমা পড়ান বিষয়টিও বুদ্ধিমানের কাজ।

কথিত আছে:

কথিত আছে জনৈক পাঠানের পুত্র তরবারী উত্তোলন করিয়া কোন হিন্দুকে বলিল, কলেমা পড়। প্রথমতঃ সে বাহানা করিতে লাগিল যে, আমি ত হিন্দু কিভাবে কলেমা পড়িব। কিন্তু খান পুত্র বলিল কলেমা পাঠ না করিলে তোমাকে হত্যা করিয়া ফেলিব। ইহা শুনিয়া সে বলিল খাঁ সাহেব আমি ত কলেমা জানি না। আপনি পড়ুন, আমি আপনার সংগে সংগে পাঠ করিব। খাঁ সাহেব বলিলেন, আহা! তোমার অদৃষ্ট বড় মন্দ—কেননা আমি কলেমা জানি না; নচেৎ আজ তুমি মুছলমান হইয়া যাইতে। বস্তুতঃ কলেমা পড়ানের জন্যও উন্মাদনা চাই!

যখন আমি ইংলণ্ডে গিয়াছিলাম তখন খালেদ শিল্‌ড্রেককে (তিনি নিষ্ঠাবাণ নও মুছলেম ছিলেন) জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কি খাজা সাহেবের প্রচারে মুছলমান হইয়াছেন? বলিলেন না, পুনরায় বলিলাম আবদুল্লা কুইলমের প্রচারে হইয়াছেন? বলিলেন না! জিজ্ঞাসা করিলাম তাহা হইলে কাহার প্রচারে আপনি মুছলমান হইয়াছেন? তিনি বলিলেন, আবদুল্লা ছোহারওয়ার্দি সাহেবের প্রচারে আমি মুছলমান হইয়াছি। আবদুল্লা ছোহরাওয়ার্দি বর্ত্তমান পাক প্রধান মন্ত্রীর চাচা ছিলেন। বলিতে লাগিলেন ছোহারওয়ার্দি সাহেব ব্যারিষ্টারী পড়িতেন কিন্তু তাঁহার মধ্যে প্রচারের মাদকতা ছিল। তিনি দিবা রাত্রি ধর্ম্মই প্রচার করিতেন, তাঁহার প্রচারের ফলেই আমি মুছলমান হইয়াছি।

এখন আপনারা দেখুন একজন ছাত্রের প্রচারের ফলে তিনি মুছলমান হইয়াছিলেন। আবদুল্লা ছোহরাওয়ার্দী সাহেবের মধ্যে প্রচারের জন্য এতই উন্মাদনা ছিল যে, সব সময়ই তিনি শিমলা গেলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং বলিতেন যে, বড়ই সৌভাগ্য যে, আপনি এখানে আসিয়াছেন। এখন আমি আপনার হাতে প্রচারের প্রোগ্রাম তৈয়ার করিব এবং সে মতে আমি বহির্জগতে যাইয়া প্রচারের কাজ করিব।

বড় কাজ:

সুতরাং কলেমা পড়ানও একটি বড় কাজ। যাহার অন্তরে আল্লাহতায়ালা প্রেরণা যোগাইয়া দেন সেই ব্যক্তিই প্রচার করিতে পারে। নতুবা সকলের সেই পাঠানের দশাই হইবে। সুতরাং আল্লাহতায়ালা উক্ত আয়াতে ধর্ম্মীয় সঙ্ঘ হইতে যাহারা পৃথক হইয়া যায় তাহাদের সম্বন্ধে বলিতেছেন:

"হে মোমেনগণ! তোমাদের মধ্য হইতে কেহ মুরতাদ হইলে তাহার পরিবর্ত্তে এমন এক দল নিয়া আসিবেন যাহারা তাহাকে ভালবাসিবেন, আল্লাহও তাহাদিগকে ভালবাসিবেন।"

উক্ত আয়াত অনুযায়ী একজনের পরিবর্ত্তে এক দল নিয়া আসেন। যদি এক দল আসেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সত্যই সেই ব্যক্তি মুরতাদ হইয়াছে। আর যদি না হয় তবে বুঝিতে হইবে সঙ্ঘ হইতে যে পৃথক হইয়াছে সে মুরতাদ নহে এবং সেই সঙ্ঘটিও সত্যিকারের মোমেন নহে। যদি সে ব্যক্তি সত্যই মুরতাদ হইয়া থাকে এবং সে জমাতের লোকেরাও সত্যিকারের মোমেন হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই খোদাতায়ালা উহার পরিবর্ত্তে এক দলকে তাহাদের জন্য নিয়া আসিতেন। নতুবা আল্লাহর বাক্যই মিথ্যা হইয়া যায়। (নাউজুবিল্লাহে) বস্তুতঃ আল্লাহর বাক্যই সকল সত্যের উপরে সত্য। তাহা হইলে ভাবিয়া দেখুন যাহারা আমাদিগকে মুরতাদ মনে করে তাহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। যদি আমরা সত্য সত্যই মুরতাদ হইতাম তাহা হইলে আমাদের স্থলে আল্লাহতায়ালা হিন্দু বা খৃষ্টান হইতে মুছলমান করিতেন। কিন্তু যখন কাহাকেও তিনি মুছলমান করেন নাই, বরং আমাদের হাতে মুছলমান করিয়াছেন—ইহাতে পরিস্কার বুঝা যায় যে, আমাদের বিরুদ্ধে ইরতেদাদের ফতুয়া দানকারীরা ভ্রমে পতিত।

এই আয়াত এবং ইহার মর্ম্ম আহমদীগণ মনে রাখিলে, আহমদীদের জন্য গয়র আহমদীগণের উপর ইহা একটি মীমাংসাকারী প্রমাণ। ইহা ইরতেদাদের বিষয়টিকে মীমাংসা করিয়া দিয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয় আজও আহমদীগণ এই দিকে মনযোগ দেন নাই।

যুদ্ধোত্তর জাপানে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়

টোকিও, ১৮ই অক্টোবর—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে এখানে বহু নূতন নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। প্রত্যেকটিরই লক্ষ লক্ষ লোক ইহার অনুগামী বলিয়া দাবী করা হইয়া থাকে।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম অথবা জাপানের সুপ্রাচীন শিন্টো ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়াই বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। ইহার সাথে সাথে খৃষ্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্য্যকলাপও অব্যাহত রহিয়াছে।

যুদ্ধোত্তরকালে বিভিন্ন ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়ের অনুগামীর সংখ্যা এইরূপ দ্রুততার সহিত বৃদ্ধি পাইতেছে—যাহার ফলে তাহাদের নির্ভরযোগ্য তালিকা প্রণয়ন করা শিক্ষা দফতরের ধর্ম্মীয় বিভাগের পক্ষে অসুবিধাজনক হইয়া উঠিতেছে।

যুদ্ধোত্তরকালে জাপানে যে সকল ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে:

(১) শামানিজম—সাইবেরীয় উপজাতিদের মধ্যে ইহা প্রচলিত। এই ধর্ম্মাবলম্বীরা ডাইনী বিদ্যা এবং পুরোহিতদের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী। (২) প্রকৃতি পূজা (৩) অদৃষ্টবাদ (৪) পূর্ব্ব পুরুষদের পূজা (৫) বহু দেব-দেবীর উপাসনা (৬) একেশ্বরবাদ—ইহার অনুসারীরা এক ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখিলেও ঈশ্বর যে এক, তাহা তাহারা বিশ্বাস করে না। জাপানে আর এক শ্রেণীর লোক রহিয়াছে। তাহারা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। তবে তাহাদের বিশ্বাসের ভিত্তি খৃষ্টানদের অনুরূপ নহে।

গত দুই হাজার বৎসরে জাপানে বহু ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। তবে জাপান কর্তৃপক্ষ একমাত্র শিন্টো ধর্ম্ম ছাড়া অন্য সবগুলিকেই নিষিদ্ধ করেন। ৫৫২ খৃষ্টাব্দ নাগাদ জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হয়।

তবলীগ বিজ্ঞান—১

তবলীগের প্রয়োজন কেন ?

—মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী

অন্যান্য প্রাণী হ'তে মানুষ অধিকতর অসহায়। ভূমিষ্ট হওয়ার পর হ'তে তাকে পদে পদে যে ভাবে মা বাপ, ভাই বোন ও আত্মীয় স্বজনের উপর নির্ভর করতে হয় অন্যান্য প্রাণীকে তা করতে হয় না। মানব শিশু যত দীর্ঘকাল নিঃসহায় থাকে অন্যান্য প্রাণীর বেলাতে তা বড় একটা দেখা যায় না। তা ছাড়া শারীরিক নিঃসহায়তা ঘুচে যাওয়াটাই তার জন্য যথেষ্ট নয়। তাকে নানা সাধ্য সাধনার ভিতর দিয়ে মনোজগতের অসহায়তাও ঘুচাবার চেষ্টা করতে হয়। অথচ অন্যান্য জীব জন্তুর বেলায় এইরূপ কোন প্রয়োজন হয় বলে মনে হয় না।

শারীরিক নিঃসহায়তা ঘুচাতে গিয়ে সে পরস্পর নির্ভরশীল এবং সমষ্টি জীবন গড়ে তোলার জন্য প্রয়াসশীল হয়েছে। মানসিক অসহায়তা ঘুচাতে গিয়ে সে আদর্শের অনুসারী এবং কলা ও কৃষ্টির সাধনায় মগ্ন হয়েছে। আদর্শের অনুপ্রেরণা ও কলা কৃষ্টির সাধনাকে সে ব্যষ্টি জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি। প্রকৃতিদত্ত তাকিদে এগুলোকে সে সমষ্টি জীবনেও প্রতিফলিত ক'রে চলেছে। এই প্রতিফলনের সাথে তার ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের নিগূঢ় সংযোগ রয়েছে। বস্তুতঃ আদর্শের রূপায়ণের উপরেই আদম সন্তানের ঊর্দ্ধ ও অধঃগতি একান্তভাবে নির্ভরশীল।

অপর দিকে দেখা যায় যে স্রষ্টা সবাইকে সমশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেন নি। তা করলে আদম সন্তানেরা পরস্পর নির্ভরশীল না হয়ে হয়ত আক্রমণশীলই হয়ে উঠতো—আর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা তার স্বপ্নেরও অতীত হতো। যা'ক সে কথা।

যুগে যুগে দুনিয়াতে প্রতিভান লোকের আবির্ভাব হয়ে থাকে। তাঁরা মানব সভ্যতার বিভিন্নক্ষেত্রে নতুন নতুন ভাব ধারা ও সত্যের সন্ধান দিয়ে থাকেন। তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য হ'লেও সমাজে তাঁদের প্রয়োজন খুবই বেশী। তাঁরা চলে গেলেও তাঁদের আদর্শ ও কার্য্যক্রমকে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হয়; মানুষের মংগলের জন্য ধরে রাখতে হয়। তাই তাঁদেরকে 'সল্ট অব দি আর্থ' বলা হয়। [এই পুস্তিকায় ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হবে বলে—ধর্ম-জগতের মহাপুরুষদের মধ্যেই আলোচনা অনেকটা সীমাবদ্ধ থাকবে।]

এখানে একটা জরুরী কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কোন একটা নতুন ভাবের সন্ধান—ইহা যত মৌলিকই হউক না কেন, একটা আদর্শের অনুপ্রেরণা—ইহা যত উচ্চাংগেরই হউক না কেন, কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইহা যত বড় ভবিষ্যতের ইংগিত বহন ক'রে আনুক না কেন, যে পর্য্যন্ত এগুলো সমাজ-দেহের বিভিন্ন স্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত না হয় সে পর্য্যন্ত জনসাধারণ ঐগুলো দ্বারা বিশেষ কোন ফায়দা উঠাতে পারে না। অথচ যে মহামানব নতুন সত্যের সন্ধান পান তাঁর পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে সকলের নিকট হাজের হওয়া কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। তিনি চিরকাল বেঁচেও থাকেন না। আবার জনসাধারণের সকলের পক্ষেও তাঁর নিকট গিয়ে হাজের হওয়া সম্ভব নয়। বস্তুতঃ এখানেই তবলীগের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হ'য়ে থাকে।

নবী রছুলগণ যে সকল সত্যের সন্ধান পান—সেগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট হলো যে ঐগুলো স্রষ্টার সাথে প্রত্যক্ষ যোগ সংযোগের ফল। এ সকলকে সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে তবলীগের পথই প্রশস্ততম পথ। এই জন্য প্রত্যেক প্রেরিত পুরুষই তবলীগের উপর জোর দিয়েছেন। নিজেরা তবলীগ করেছেন—অনুগামীগণকে এ জন্য হুকুম করেছেন, উপদেশ দিয়েছেন।

নবী রছুল এসে যখনই কোন আদর্শের সন্ধান দিয়েছেন—তখনই ইহার সাথে পুরাতন জরাজীর্ণ সমাজ ব্যবস্থার সাথে সংঘাত হয়েছে। এই সংঘাতে বিরুদ্ধবাদিরা তাঁর আদর্শের নামে অপপ্রচার করেছে; ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছে; এমন কি বিপরীত ভাব ধারাকেও তাঁর নামে চালিয়ে দিয়ে জনসাধারণের নিকট তাঁকে অগ্রহনীয় ক'রে তোলার আপ্রাণ অপচেষ্টা করেছে। এ সকল বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে সত্য ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে সুষ্ঠু প্রচার এবং আন্তরিক অনুসরণই বড় পথ। তা ছাড়া কোন আদর্শকে প্রচার করতে গেলে—প্রচারকের জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ হয়। সাথে সাথে আত্মশুদ্ধি এবং আত্ম উপলব্ধির অনুপ্রেরণা আসে। তখন ঐ আদর্শ হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে আদর্শের সূচনা হয়—উহা দ্রুতবেগে সফলতার দিকে এগিয়ে চলে। এখানে আরো একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। মহাপুরুষদের কথা ছাড়াও সমাজে জনকল্যাণ মূলক যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে—সেগুলোর উদ্দেশ্যকে সার্থক ক'রে তোলার জন্যও সুষ্ঠু প্রচারের একান্ত প্রয়োজন হয়। উদাহরণ নেওয়া যাক। ঘরে ঘরে স্কুল, কলেজ, ডাক্তারখানা, হাসপাতাল ইত্যাদি করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু এ সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে স্থানীয় বাসিন্দাদের সংযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন। নতুবা ঐ সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্দেশ্য যেমন ব্যর্থ হবে তেমনি জনসাধারণও ঐ সকলের ফায়দা হ'তে বঞ্চিত হবে। আজকাল তাই সরকার হ'তে আরম্ভ ক'রে বড় বড় প্রতিষ্ঠানাদি জনসম্পর্ককে ব্যাপক ক'রে তোলার জন্য 'জন-সম্পর্ক' নামে আলাদা বিভাগ খোলে থাকে।

এই প্রচারের যুগে যে আদর্শ বা প্রতিষ্ঠান নীরব নিথর হয়ে বসে থাকবে ইহাকে আস্তে আস্তে মৃত্যুর সম্মুখীনই হতে হবে। ধীরে ধীরে অবস্থা এমন পর্য্যায়ে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে যে এই মৃত্যুতে কাঁদার সাথী খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর হ'য়ে উঠে। কারণ তখন অনুগামীরা থাকে উদাসীন আর বিরুদ্ধবাদিরা হয় আহ্লাদিত।

(ক্রমশঃ)

'দৈনিক নেওয়ায়ে' মিথ্যুক্তি প্রকাশের প্রতিবাদ

বিছমিল্লাহির রহমানির রহীম

মখদুমী ও মুকররমী জনাব আমীর ছাহেব প্রাদেশিক আঞ্জুমনে আহমদিয়া, পূর্ব্ব পাকিস্তান।

লাহোরের দৈনিক নেওয়ায়ে পাকিস্তান নামক পত্রিকা ২৭-৯-৫৬ ইং সংখ্যায় অতি জঘন্য মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করিয়াছে যে পূর্ব্ব পাকিস্তানেও আহমদিয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে; এবং এই প্রসঙ্গে ভূতপূর্ব্ব আমীর মৌলবী মোহাম্মদ ছাহেব (বি, এ,)কে আমীরের পদ হইতে বরখাস্ত করা গিয়াছে; এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আমীর মৌলবী গোলাম ছমদানী খাদিমকে এবং আহমদীয়া মোবাল্লিগ মৌলবী জিল্লুর রহমানকেও পদচ্যুত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা অতি অপবিত্র এবং জঘন্য মিথ্যা কথা।

আমি আমার নিজের সম্বন্ধে আল্লাহকে হাযির নাযির জানিয়া যিনি হৃদয়ের গোপন তত্ত্ব সমূহ অবগত আছেন, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে সাক্ষী রাখিয়া শপথপূর্ব্বক বলিতেছি যে হযরত মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (আইঃ) প্রতিশ্রুত খলীফা, মুছলেহ মওউদ। তাঁহার সম্বন্ধে হযরত মছীহে মওউদের উপর যে সমস্ত বাণী অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার উপর আমার ঈমান রহিয়াছে; এবং তদনুসারে তিনি সঠিক সত্য খলীফা। আমি হুজুরের সামান্য ইঙ্গিতে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারি; এবং আমি হুজুরের সঙ্গে মদীনাওয়ালা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি হুজুরের দামনের সহিত সতত সংযুক্ত থাকিব এবং আমার মৃতদেহ ডিঙ্গাইয়া ব্যতিরেকে কোন শত্রু তাঁহার সন্নিকট পৌছিতে পারিবে না। তাঁহার বিরুদ্ধে যাহারা প্রচার করিতেছে তাহাদের উপর আল্লার অভিসম্পাত হউক।

আমাকে বরখাস্ত করা গিয়াছে বলিয়া যে প্রচার করা হইয়াছে ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার কার্য্যকাল ৩০ বৎসর, বয়স ৬০ বৎসর হওয়ায় সদর আঞ্জুমনে আহমদিয়ার নিয়মাবলী মতে আমাকে ১৯৫৫ ইং ১লা ডিসেম্বর হইতে পেন্সন দেওয়া হইয়াছে যাহা আমি এ যাবৎ পাইতেছি।

হুজুরের নিকট নিবেদন করিতেছি যে হুজুর আমাকে এই পত্রিকার বিরুদ্ধে আইনতঃ প্রতিকার করার অনুমতি দান করুন এবং আমাদের জমাতের কোন ওকীলকে আমার এই বিষয়ে সাহায্য করার জন্য সুপারিশ করুন।

আল্লাহতা'লা যেন আমাকে আমরণ হুজুরের দামনে সংযুক্ত রাখেন। আমীন।

বর্ত্তমানে আমি পীড়িত। মৃত্যুর আসন্নকাল আমার সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া আছে। জনাব আমীর ছাহেব হযরতে আকদছের নিকট আমার জন্য দোয়া করিতে যেন অনুরোধ করেন। ওছছালাম।

খাকছার—জিল্লুর রহমান
সাবেক মুবাল্লিগ সদর আঞ্জুমনে আহমদিয়া।

'নবী দিবসের' সার্থকতা

('নবী দিবস' উপলক্ষে ঢাকা দারুৎ তবলীগ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত লজনা (আহমদী মহিলা সমিতি)র সভায় পঠিত)

—হোসনেআরা খান

নৈতিক জীবনে যখন অরাজকতা দেখা দেয়, যখন মানুষ নেমে যায় অন্ধকারের অতল গহ্বরে। তখন সেই পথ ভ্রান্ত মানব জাতিকে পথের সন্ধান দেবার জন্য পরম করুণাময় আল্লাহতা'লা এক একজন মহামানব পাঠিয়ে থাকেন। মানব জাতির এমনি সংকট মুহূর্তে যুগে যুগে, দেশে দেশে মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে। মানুষের জন্য তাঁরা রেখে গেছেন শান্তির বাণী, প্রেমের বাণী; রেখে গেছেন নীতি ও আলোকবর্তিকা। তাঁরা সকলেই স্মরণীয় ও শ্রদ্ধেয়।

তেরশ বছর আগে মানব জাতির এমনি এক ঘোর দুর্দিনে মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) আবির্ভূত হয়েছিলেন আরব দেশে। ধূলি-ধূসরিত মরু আরব তখন পাপে পরিপূর্ণ। হজরত মোহাম্মদের (ছাঃ) আবির্ভাবের সময় আরবের ইতিহাসে জাহেলিয়াত বা অন্ধকারের যুগ বলে আজও কুখ্যাত হয়ে আছে। মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) সেই নিদ্রিত অন্ধকারে জাগালেন আলোর ইশারা—পথ ভ্রান্ত মানব জাতির সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে। সে আলোকবর্তিকা ছিল সত্যের, ন্যায়ের ও শান্তির। তিনি বললেন মানুষ মানুষের ভাই, কেউ কারো চেয়ে বড় নয়, কেউ কারো চেয়ে ছোট নয়—এক আল্লাহর সৃষ্টি। সকল মানুষ সমান। তিনি প্রচার করলেন সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্বের সুমহান বাণী। সাত-ইল আরবের প্রান্ত বেয়ে সে বাণী ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বের সর্ব্বত্র। মানুষ মুগ্ধ হলো বিস্মিত হলো। শ্রদ্ধায় নত হ'য়ে এলো তাঁদের অন্তকরণ ইসলামের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের দিকে। বিশ্ব মানবের বরণীয় সেই হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর পুণ্য স্মৃতিই আজ আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে যাচ্ছি।

কিন্তু শুধু মৌখিক শ্রদ্ধা নিবেদনই হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর স্মৃতি স্মরণের জন্য যথেষ্ট কি না সে কথা আজ আমাদের ভাবতে হবে। হজরতের বিরাট কর্মময় ও বিস্ময়কর জীবনের নানা বিচিত্র ঘটনাবলীর আলোচনা না ক'রে সে সম্পর্কেই আজ আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। আত্ম বিশ্লেষণের কষ্টি পাথরে আজ আমাদের যাচাই করতে হবে হজরতের নীতি, আদর্শ ও শিক্ষা আমরা একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করছি কি না?

অত্যন্ত দুঃখের সহিত একথা না বলে পারা যায় না যে, হজরত যে নীতি, আদর্শ ও শিক্ষা আমাদের জন্য রেখে গেছেন আমরা ক্রমশঃ তা থেকে অনেক বিচ্যুত হয়ে গেছি। বর্তমান যুগের নানা বক্র পথের কথা ছেড়ে দিয়ে আমার আলোচনা যদি নেহায়েৎ আমাদের জামাতের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ রাখি তবুও তাতে নিরাশ না হয়ে পারা যায় না। হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) সৌভ্রাতৃত্বের যে শিক্ষা আমাদের জন্য রেখে গেছেন, আহমদীয়া জামাতের অনুগামীগণ সে শিক্ষা কি যথাযথভাবে অনুসরণ ক'রে যাচ্ছি? আমাদের মধ্যেও কি বাঙ্গালী অবাঙ্গালী বৈষম্য মূলক মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠে নি? কাউকে দোষারোপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তবু এর জন্য দায়ী কে তা ভেবে দেখা দরকার। কেননা এটা এক দিকে যেমন হজরতের বাণীর পরিপন্থী অন্য দিকে তেমনি আমাদের সমষ্টিগত উন্নতির পথে প্রবল অন্তরায়। এ মনোভাব দূর করতে না পারলে আমাদের গুরুতর অকল্যাণ অবধারিত। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রের প্রভাবও যে অনেক রয়েছে তা অবিশ্যিই আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সেই অবাঞ্ছিত প্রভাব থেকে আমাদের মুক্ত থাকতে হবে।

যাই হোক আমার বক্তব্য এই যে, অন্ততঃ আমাদের জামাতে সে প্রশ্নটা উঠা একান্তভাবেই অবাঞ্ছিত ও লজ্জাকর। তাই আমাদের আজ আত্ম জিজ্ঞাসা ও আত্ম-শুদ্ধির প্রয়োজন। হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা যদি আমরা মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারি এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে তা রূপায়িত করবার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হই, তবেই আজিকার এই 'নবী দিবস' পালন সার্থক হবে এবং হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর পবিত্র স্মৃতির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে। নতুবা আজিকার সব চেষ্টা, সব সমারোহ বৃথাই হবে।

তবলীগে হেদায়েত

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

পরে সৃষ্টি হয়। কোরআন ও হাদিসে উহাদের কোনই ভিত্তি নাই। এই প্রকারে তিনি এক আঘাতেই দাজ্জালের এক পা ভঙ্গ করেন। কারণ দাজ্জালের ছিল দুই পা। একটি ছিল মোসলমানদের বিকৃত ধারণাবলী। তদ্বারা সে খুব ভর পাইয়াছিল এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তাহার কাজ বড় সহজ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার অপর পা ছিল তাহার নিজেরই ভ্রান্ত ধারণাবলী। ইহাদের বলে সে প্রবল বন্যার বেগে চলিয়াছিল। বস্তুতঃ, ইসলামের বিরুদ্ধে অপরাপর ধর্ম্মগুলি যে সকল আক্রমণ করিতেছিল, তন্মধ্যে একটি প্রধান অংশ ছিল মোসলমানদের স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত। এই সকল ভ্রান্তিমূলক ধারণা যুক্তিযুক্ত উপায়ে সংশোধিত হওয়ায় বহিরাক্রমণের এই অংশ সম্পূর্ণই বিধ্বস্ত হইল।

হজরত মীরজা সাহেবের ইহা একটি অতি মহান খেদমত। মোসলমানগণ এ জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। তাঁহার এই কার্য্য দ্বারা মোসলমান জাতি মহা উপকৃত। প্রথমতঃ, এই সকল ভ্রান্ত ধারণার ফলে মোসলমানদের অবস্থা নেহাৎ শোচনীয় আকার ধারণ করে। এই সকল বিশ্বাসের ফলে তাহাদের ইমানে পোকা ধরিয়াছিল। এই সকল বিশ্বাসের ইসলাহ্‌র ফলে মোসলমানদের অবস্থা শুধরাইল, তাহাদের ইমান ধ্বংস হওয়া হইতে রক্ষা পাইল। দ্বিতীয়, এই সকল আকায়েদের ফলে ইসলাম অপরাপর ধর্ম্ম সমূহের দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হইত। মোসলমানগণ তাহাদের এই সকল ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফলে, 'আম্-খাস্' সকলেই মসিহ নাসেরীকে লইয়া ইসলামের উপর আক্রমণের সুযোগ পাইত। মোসলমানগণ তাহাদের ভ্রান্ত ধারণাবলী ধর্ম্মের অঙ্গীভূত মনে করায় এবং কোরআন ও হাদিস হইতে তাহারা স্ব স্ব মতে সনদ গ্রহণ করিত বলিয়া অবস্থা আরো বিকটাকৃতি ধারণ করে। কারণ, তদ্বারা শুধু মোসলমানের উপরই প্রতিক্রিয়া হইত না, ইসলামও আঘাত পাইত। কিন্তু তাহাদের ধারণাগুলি ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় ইসলাম এই প্রকার আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়াছে। তজ্জন্য আল্লাহতা'লারই সকল প্রশংসা।

মসিহ মাওউদের এই কার্য্যের অপর দিক হইল অপরাপর ধর্ম্ম সমূহের উপর আক্রমণের দ্বারা উহাদিগকে পরাস্ত করা। ইহাও অতি সুষ্ঠু উপায়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং হইতেছে। ভারতবর্ষ সকল ধর্ম্মাবলীর আবাসস্থল। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এতগুলি ধর্ম্মের এরূপ জোর পাওয়া যায় না। তারপর, ভারতবর্ষের ও পাঞ্জাব প্রদেশ, বিশেষতঃ, সকল ধর্ম্মের কেন্দ্র। খৃষ্টীয়ানদের এখানে জোর আছে। আর্য্য, শিখ, ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য্য সমাজ, দেব সমাজ সকলেরই এ প্রদেশে প্রবল জোর। যে সকল ধর্ম্মের প্রাণের কোন প্রকার স্পন্দন আছে, পাঞ্জাব কোনটি হইতেই শূন্য নয়। সুতরাং, পাঞ্জাবেই মসিহ মাওউদ আবির্ভূত হওয়ার সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী স্থান ছিল, যাহাতে সকল ধর্ম্মগুলিই তাঁহার সহিত স্ব স্ব শক্তি পরীক্ষা করিতে পারিত; এবং যাবতীয় ধর্ম্ম সমূহের সম্মুখীন হইয়া তিনি উহাদিগকে পরাস্ত করিবার সুযোগ লাভ করিতেন। অবহিত হউন, হজরত মীরজা সাহেব উল্লিখিত সকল ধর্ম্মাবলীর নিকট দুইভাবে প্রমাণের কার্য্য সম্পূর্ণ করেন। এক, বিশুদ্ধ যুক্তি এবং ধর্ম্ম পুস্তকীয় প্রমাণের দ্বারা উহাদের ভ্রান্ত হওয়া সপ্রমাণ করেন। দুই, খোদা-ই নিদর্শন ও আধ্যাত্মিক শক্তির সহযোগে তিনি উহাদিগকে পরাজিত করেন এবং ইসলামকে মহাবিজয়ীরূপে উপস্থিত করেন।

(ক্রমশঃ)

তহরীকে জদীদ

সমগ্র বিশ্বে ইছলাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল মুছলিম উম্মতের উপর। প্রাথমিক যুগের মুছলমানগণ তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত অদম্য উৎসাহ, অমিত তেজ ও অবিরাম সাধনার সহিত এই কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে উহাতে ভাটা পড়িতে থাকে। গত তিন শতাব্দী হইতে উহা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আল্লার অনুগ্রহে হযরত মছীহে মওউদ (আঃ) আসিয়া সেই কর্ত্তব্য পালনের জন্য মুছলমানদিগকে আহ্বান করিলেন। সাড়া দেওয়া দূরে থাকুক তাহারা তাঁহার ঘোর বিরোধিতা ও শত্রুতা করিতে লাগিলেন। তিনি দমিলেন না, তাঁহার আগমনের শুভ সংবাদ ও শুভ উদ্দেশ্য প্রচার করিতে লাগিলেন। আল্লাহ তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, তিনিই তাঁহার সহায় হইলেন। ধীরে ধীরে লোক তাঁহার পতাকা তলে সমবেত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অনুগামীদের সমবায়ে আহমদিয়া জমাআত প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহারা ইছলাম প্রচারের দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন। হযরত খলিফাতুল মছিহ ছানী (আইঃ) ১৯৩৪ সনে "তহরীকে জদীদ" নাম দিয়া ইছলাম প্রচারের কাজকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করার জন্য জমাআতকে আহ্বান করিলেন; এবং কমপক্ষে বার্ষিক ৫৲ পাঁচ টাকা চাঁদা দিবার শর্ত্তে মেম্বার হইতে বলিলেন। জমাআত তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিল; এবং সৌভাগ্যশালীগণ নিয়মিতভাবে চাঁদা দিতে লাগিলেন। ঐ চাঁদায় পাক ভারত বহির্ভূত দেশ সমূহে ইছলাম প্রচারের মিশন স্থাপিত হইতে লাগিল। বর্ত্তমানে ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত বহু দেশের বহুস্থানে মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়া আল্লার তওহীদ ও মোহাম্মদ (দঃ)এর বিশ্ব নবীত্ব বিঘোষিত ও প্রচারিত হইতেছে। লক্ষ লক্ষ লোক ইছলাম গ্রহণ করিতেছে।

এই কার্য্যকে কায়েম রাখিতে এবং অন্যান্য দেশ সমূহে দ্রুত মিশন স্থাপন ও প্রচার কার্য্য পরিচালনার জন্য বিপুল অর্থের দরকার। হযরত খলিফাতুল মছিহ ছানী (আঃ) ২৬শে অক্টোবর প্রথম দফতরের ত্রয়োবিংশ সন এবং দ্বিতীয় দফতরের ত্রয়োদশ সনের আরম্ভ বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছেন এবং যাঁহারা পূর্ব্ব হইতে চাঁদা দিয়া আসিতেছেন তাঁহাদিগকে চাঁদার পরিমাণ বর্দ্ধনের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। কোন আহমদী পরিবার যেন এই চাঁদা দানে বঞ্চিত না থাকে তাহার নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং আল্লার ফযল ও করুণা লাভের শুভাশীষ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ইছলামের বিজয় অভিযান

পরীক্ষার ফল

আহমদিয়া জমাআত তহরীকে জদীদের অধীনে প্রতিষ্ঠিত ইছলাম প্রচার ট্রেনিং কলেজ জামেয়াতুল মুবশশিরীনের 'শাহিদ উপাধি' পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। খোদার ফযলে নয়জন পরিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে তিনজন বাঙ্গালী আছেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে (১) আহমদ ছাদিক মাহমুদ (২) আবুল ফয়জ ফারুক আহমদ এবং (৩ ছুলাহুদ্দীন আহমদ ইনি সময়মত শুধু উছুলে ফেকাহ পরীক্ষা দিবেন।

পাকিস্তান কেন্দ্রীয় লজনা এমাউল্লার বার্ষিক সম্মিলন

পাকিস্তানের লজনা এমাউল্লাহ সমূহের প্রতিনিধিবর্গের বার্ষিক সম্মিলন ১৯শে, ২০শে এবং ২১শে অক্টোবর রবওয়াস্থিত কেন্দ্রীয় লজনা এমাউল্লার দফতরে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মজলিছে শুরায় লজনার কার্য্যকে দ্রুততর বেগে পরিচালনার জন্য অনেকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে।

হল্যাণ্ডে নবী দিবস

হল্যাণ্ডের আহমদীয়া মিশনের তত্ত্বাবধানে ১৯৫৬ ইং ১৪ই অক্টোবর তারিখে হল্যাণ্ডের রাজধানী হেগের বিখ্যাত প্রাসাদ "ডিরান টাউনে" লাইডেনের প্রাচ্য ভাষাবিদ বিখ্যাত প্রফেসর ডাক্তার ড্রিউছের সভাপতিত্বে 'নবী দিবসের' এক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। হল্যাণ্ডের মুবল্লিগ হাফেজ কুদরতুল্লাহ ছাহেব কুরআন পাঠ করেন। অতঃপর মৌলবী আবু বকর আয়ুব ছাহেব এবং লাইডেনের একজন বিখ্যাত প্রাচ্য ভাষাবিদ ডাক্তার হিডিং হযরত নবী করীম (দঃ)এর পবিত্র জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অবশেষে বিশ্ব আদালতের জজ চৌধুরী স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব হুজরতের জীবনী সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ ভাষণ দান করেন। উপস্থিত জনগণ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত হযরত নবী করীম (দঃ)এর জীবনী সম্বন্ধে নানাবিধ বিষয় শ্রবণ করেন। অনেক বিখ্যাত বিদ্বান ও মনিষীগণ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমষ্টার্ডম ওক্টরডম প্রভৃতি বহু দূরবর্ত্তী সহর হইতেও এই সভায় লোকজন আগমন করিয়াছিলেন। সভা বেশ সফলতার সহিত উদযাপিত হইয়াছে।

নূতন জমাআত

ফিলিপাইন, জার্ম্মাণের অন্তর্গত গোপিনজান, স্কেণ্ডেনেভিয়া এবং হামবার্গ এই চারি স্থানে চারিটি নূতন জমাআত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ!

আনসারুল্লার বার্ষিক সম্মিলন

১৯৫৬ ইং ২৬শে ও ২৭শে অক্টোবর রবওয়ায় কেন্দ্রীয় মজলিছে আনছারুল্লার ২য় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ৯১টি জমাআতের ২০০ দুইশত প্রতিনিধি, এক হাজারের অতিরিক্ত দর্শক উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। হযরত খলিফাতুল মসিহ উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন তোমাদের নাম আনসারুল্লাহ। তোমাদের সম্বন্ধ আল্লার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে সুতরাং আল্লাহ যেমন অনন্ত অসীম তোমাদের এই সসীম জীবনের কার্য্যাবলীও যেন অসীমত্বের মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। তোমরা বংশানুক্রমে সেবা করার উদ্দীপনাকে প্রবাহমান করিয়া যাও তাহা হইলেই ইহা সম্ভব হইবে; এবং ইহা দ্বারাই খেলাফতের ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত থাকিবে এবং তোমাদের বংশধরগণ খেলাফতের বরকত সমূহের ফল ভোগ করিতে পারিবে। দুই দিনে চারিটি বৈঠক হয়। উহাতে জীবন গঠন ও উহার নিয়মাবলী ব্যাখ্যা, হযরত মসিহে মওউদের জীবনের ঘটনাবলীর বর্ণনা, মজলিসে শুরা, বক্তৃতার প্রতিযোগিতা এবং নানাবিধ প্রশ্নোত্তর সফলতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে।

খোদ্দামুল আহমদিয়ার বার্ষিক সম্মিলন

১৯৫৬ ইং ১৯শে, ২০শে এবং ২১শে অক্টোবর তারিখে আহমদিয়তের কেন্দ্রভূমি রবওয়ায় কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ষোড়শ বার্ষিক সম্মেলন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান হইতে আগত ৬৭টি জমাআতের ১১৫৪ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। তাহারা উন্মুক্ত প্রান্তরে দিন রাত সম্মিলিতভাবে আল্লার জিক্‌র, তসবীহ, তহমীদ, জ্ঞান চর্চ্চা ও শরীর চর্চ্চার প্রতিযোগিতা, এবং ধর্ম্ম ও জাতির সেবা করার গঠন মূলক প্রস্তাব সমূহ গভীরভাবে অনুধাবন করিতে থাকেন। খেলাফতের প্রতি অকুণ্ঠ ভাষায় আনুগত্য প্রকাশ করা হয়।

কাদিয়ানে পঞ্চষষ্ঠতম বার্ষিক সভা

১৯৫৬ ইং ১১ই, ১২ই ও ১৩ই অক্টোবর ইছলাম প্রচারের কেন্দ্রভূমি পুণ্যধাম কাদিয়ান দারুল আমানে হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)এর প্রতিষ্ঠিত আহমদিয়া জমাআতের পঞ্চষষ্ঠীতম (৬৫তম) বার্ষিক অধিবেশন আল্লার ফযলে মহাসফলতার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভায় হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান হইতে সমাগত এবং স্থানীয় আহমদীগণের সংখ্যা প্রায় এক হাজার দুই শত ছিল। এই সময় হিন্দুদের দুর্গা পূজা থাকা সত্ত্বেও হিন্দু ও শিখ ভাইগণের সংখ্যা প্রায় পাঁচ শত ছিল। সকলেই আহমদীগণের ধর্ম্মীয় বক্তৃতা অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন। সভার প্রথম দিন অত্যধিক বৃষ্টি হইয়াছিল ফলে কাদিয়ান বাটালা গাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। দ্বিতীয় দিন হইতে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যায় এবং তৃতীয় দিন কাদিয়ান বাটালা গাড়ী চলাচল আবার আরম্ভ হয়; এবং সভায় আগন্তুকগণের যাতায়াতের সুবিধা হইয়া উঠে। ইহাতে আহমদী গয়র আহমদী সকলেই আল্লার রহমতের নিদর্শন দেখিয়া মুগ্ধ হন।

সম্পাদকীয়

মিশর, মধ্য ও নিকট প্রাচ্য

যুদ্ধের খবর সরবরাহ করা "আহমদীর" মত ক্ষুদ্রকায় সাময়িক পত্রিকার কার্য্য নয়। তবু "আহমদী"র পাঠকগণ এই ব্যাপারে একেবারে কিছুই জানিতে পাইবে না, এ যেন কেমন কেমন ঠেকে। তাই এই সম্বন্ধে দু' এক কথা বলিতে হয়।

ব্যাপারটা হইল এই যে প্রায় মাস দুই পূর্ব্বে মিশর সুয়েজ প্রণালীকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে। ইতিপূর্ব্বে ইহা ইংরেজ, ফরাসী ও মিশরের মিলিত তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। সুয়েজ খাল মিশরের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ায় ইংরেজ ও ফরাসী শরীকেরা চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। কিন্তু তদবধি ইংরেজ ও ফরাসী মিশরকে শায়েস্তা করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। সুযোগও প্রস্তুত হইয়াই বসিয়াছিল। নিকট প্রাচ্যের বিষ ফোড়া ইহুদী রাষ্ট্র বা ইস্রায়েল মিশরকে হামলা করিয়া বিনাই উপদ্বীপ দিয়া সুয়েজ খালের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইংরেজ ও ফরাসীগণ মিশর ও ইস্রায়েলের মধ্যকার এই যুদ্ধ থামাইবার ছুতা ধরিয়া মিশরকে আক্রমণ করিয়া বসিল এবং স্থলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে যুদ্ধ করিতে করিতে অবশেষে মিশরের সুয়েজ খালের প্রবেশ পথ পোর্ট সৈয়দে আসিয়া অবতরণ করিল এবং সুয়েজ খালের পূর্ব্ব ধারে বেশ কতকটা স্থান দখল করিয়া লইল।

এই যুদ্ধের ফলে মিশরের ভয়াবহ ক্ষতি হইয়াছে। সুয়েজ খালে ৪৭টি জাহাজ বোমা বিধ্বস্ত হইয়া ডুবিয়া যাওয়ায় জাহাজ চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অবশেষে জাতি সঙ্ঘের প্রচেষ্টায় যুদ্ধ থামিয়াছে, আন্তর্জ্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনী বিরে বীর এলাকায় প্রবেশ করিয়াছে এবং ইংরেজ, ফরাসী ও ইস্রায়েল রাষ্ট্র তাদের স্ব স্ব বাহিনী মিশরের এলাকা হইতে অপসারণ করিতে আরম্ভ করিয়ছে। কিন্তু মিশরের দাবী এই যে ইংরেজ, ফরাসী ও ইস্রায়েল রাষ্ট্রের কোন সৈন্যই মিশরে থাকিতে পারিবে না। জাতিসঙ্ঘের ইচ্ছাও সেইরূপই দেখা যায়। কিন্তু যুদ্ধের শেষ এখনও হয় নাই। এই সুযোগে রুশিয়া, মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। পাক-প্রধান মন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর উক্তি হইতে জানা যায় যে সিরিয়া, লেবাননন ও জর্দ্দান প্রভৃতি আরব রাষ্ট্রে অপরিমিত বৈদেশিক অর্থের সাহায্যে আইন ও শৃঙ্খলা বিরোধী এবং নাশকতা মূলক কার্য্য ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইয়াছে। সিরিয়া রুশিয়া হইতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র লাভ করিয়াছে এবং রুশ বিশেষজ্ঞগণ সিরিয়ার সৈন্যদিগকে সেই সমস্ত অস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা দিতেছে। কয়েক দিন পূর্ব্বের এক সংবাদে প্রকাশ যে এয়মনে ও জেকোশ্লোভেকিয়া হইতে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র আমদানী হইয়াছে। জাতি-সঙ্ঘ বাহিনীর জেকোশ্লোভাকিয়ার সৈন্যগণ নাকি মিশরের লোকদিগকে আধুনিক মারণাস্ত্র সমূহের ব্যবহার শিক্ষা দিতেছে। অতএব এই যুদ্ধের শেষ পরিণতি কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, বর্ত্তমান যুদ্ধ-বিরতি আসন্ন ঝড়ের পূর্ব্ব-লক্ষণ কিনা, ইহাই তৃতীয় বিশ্ব-সমরে পরিণত হইবে কি না, তাহা এখনও বলা দুষ্কর।

এই ব্যাপারে পাকিস্তান যে ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছে তাহাই আমাদের মতে একমাত্র সমীচীন পন্থা বলিয়া বোধ হয়। পাক-প্রধান মন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীকে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে মিশরে যাইবার অনুমতি না দিয়া মিশরের সর্ব্বাধিনায়ক সেনাপতি নাসের মুস্‌লিম ভ্রাতৃত্বের বিপরীত কার্য্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতির সুযোগে বিশ্বের সমস্ত মুসলিম দেশগুলিকে ঐক্য-সূত্রে আবদ্ধ করা উচিত ছিল। যে সমস্ত লোক পাক পররাষ্ট্র নীতির নিন্দা করিয়া বেড়ায়, আমরা তাহাদের সঙ্গে এক মত হইতে অক্ষম। পাকিস্তান জগতে বন্ধুহীন অবস্থায় বাস করিতে পারে না।

যৎকিঞ্চিৎ

কিছুদিন পূর্বে এক খবরে প্রকাশ হইয়াছিল যে হিন্দুস্থানের অস্পৃশ নেতা ডাঃ আম্বেদকর তাঁহার প্রায় ত্রিশ হাজার অনুগামী সহ হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিয়াছেন। পরবর্তী খবরে জানা যায় যে অস্পৃশ জাতির আরও দুই হাজার লোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে।

এই ধর্মান্তরের ব্যাপারে বিলাতের বিখ্যাত ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার রিপোর্টের সাথে ডাঃ আম্বেদকরের সাক্ষাৎ হয়। ইহাতে তিনি তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণের কারণ বর্ণনা করেন। ইহার সংক্ষিপ্ত সার হইল: "ডাঃ আম্বেদকরই আজাদ হিন্দুস্তানের বিধান রচয়িতা। তিনি বিশেষ কোন আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণাতে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন যে অস্পৃশতা দূরীকরণে হিন্দুদের কোনই আন্তরিকতা নাই। তাই অস্পৃশ্য-গণকে সমান হইতে হইলে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করিতেই হইবে। যদি তারা খৃষ্টান বা মুসলমান হয় তবে তাহারা হিন্দুদের দ্বারা নিষ্পেষিত হইবে। কিন্তু যদি তারা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে তবে বার্মা ও সিংহল যাহাদের বন্ধুত্ব পাইবার জন্য হিন্দুস্থান সর্ব্বদা ব্যস্ত তাহারা দেখিবে যে তাহাদের স্বধর্মাবলম্বীরা সমান ব্যবহার পায়। ..... ।

এখানে কতকগুলি বিষয় গভীরভাবে বিচার করার আছে। হিন্দুদের অস্পৃশ্যতা ধর্মের নামে সমাজদেহে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। ইহাকে শুধু আইনের বলে দূর করা সম্ভব নয়। কারণ তাহাদের অনেকেরই বদ্ধমূল বিশ্বাস যে অস্পৃশতা প্রতিপালন দ্বারাই ব্রাহ্মণ, দেবতা এমন কি ভগবানকে পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট করা সহজ হয়। ইহাকে দূর করিতে হইলে সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত গুণাবলী ও বিশ্বমানবতার মহান আদর্শ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। বর্তমান হিন্দু ধর্মের দ্বারা তা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহা ইসলামের শিক্ষা দ্বারা সহজেই সম্ভব হইতে পারে।

এখানে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে 'ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র' বলিয়া ঘোষণা করিলেও হিন্দুস্থানে খৃষ্টান ও মুসলমানদের প্রতি নাগরিক হিসাবে সমান ব্যবহার করা হইতেছে না। ইহা ডাঃ আম্বেদকরেরই স্বীকৃতি নতুবা তাঁহার পক্ষে ইসলাম বা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিতেও কোন আপত্তির কারণ ছিল না।

তা ছাড়া হিন্দুস্থানে আজকাল অন্যান্য ধর্মাবলম্বী-গণকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করারও চেষ্টা হইতেছে। কোন ধর্মের আদর্শ ও সৌন্দর্য্য বর্ণনা দ্বারা যদি অন্য ধর্মের লোকদিগকে আকৃষ্ট করা হয় তাতে আমাদের বলার কিছুই নাই। বরং এই ধর্মীয় স্বাধীনতার আমরা একান্ত পক্ষপাতী। কিন্তু অযথা চাপ দিয়া ধর্মান্তরিত করার আমরা সর্বদাই তীব্র বিরোধী। সে যাহা হউক, হিন্দু ধর্মের প্রচারকগণ যদি তাদের অভ্যন্তরের অস্পৃশতা দূর করার জন্য অধিকতর মনোযোগী হন এবং ইহাতে সফলতা লাভ করেন তবে তাহাদের দ্বারা মানবতার একটা বড় সেবা হইবে। যদি তাদের ধর্মের শিক্ষা এই জন্য পরিপন্থী হয় তবে তাহাদের উচিত হইবে মানবতার কল্যাণকামী অন্য কোন আদর্শ ও শিক্ষাকে গ্রহণ করিয়া হইলেও এই জন্য সংগ্রাম করিয়া যাওয়া। নতুবা তাহারা দেখিবেন যে অস্পৃশতার অভিশাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য হিন্দু ধর্ম ত্যাগীর সংখ্যাই বাড়িয়া চলিয়াছে; এবং কিছুতেই তারা এই স্রোতকে রুখিতে পারিতেছেন না। মানবতাকে অবহেলা করিয় তথাকথিত ধর্মের নামে মানুষকে চিরদিন আটকাইয়া রাখা যায় না।

এই পরিস্থিতিতে মানবতার সেবার জন্য ইসলামকে কাজে লাগাইতে হইলে মুসলমানদের উচিত ধৈর্য্য সহকারে ইসলামের প্রকৃত আদর্শকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রতিফলিত করা। আদর্শের অনু-প্রেরণাকে শত বাধা দিয়াও আটকাইয়া রাখা যায় না। প্রকৃত আদর্শই স্থান ও কালের ব্যবধানকে ছিন্ন করিয়া নিজের জয় নিশান উড়াইতে পারে।

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। পাক্ষিক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া যে কেহ ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন]

Printed at the AHMADI PRESS and published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca.—Editor, Momtaj Ahmad, (Muballigh).